করিলেন। অধিকাংশ সঙ্গিগণের মনোভাব এইরূপ ছিল যে, আমাদের লোক সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতাদৃষ্টে বণিক দলের অনুসরণ করাই উত্তম, কারণ তাহারাও সংখ্যায় অল্প এবং রণ-সাজে সজ্জিত নহে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও উল্লেখ করেন।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ .....

অর্থ—হে মোসলমানগণ! স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (রসুলের মারফৎ) আশ্বাস দান করিতেছিলেন যে, (শত্রু-পক্ষের সৈন্যদল বা বণিকদল) উভয় দলের একটিকে আল্লাহ তোমাদের হস্তে পরাজিত করিবেন। তোমরা তখন নিরস্ত্র (বণিক) দলের আশা পোষণ করিতেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিতেছিলেন, এই উপলক্ষেই সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয় প্রকাশিত হউক এবং আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের মূল-উচ্ছেদন আরম্ভ হউক। (যাহার ব্যবস্থা এই ছিল যে, মোসলমানগণের সৈন্য এবং সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাহাদের হস্তে কাফেরদের অধিক সংখ্যক ও শক্তিশালী সৈন্যদল পরাজিত হউক। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাই শেষ ফলে সৈন্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষ ও যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হইল।) ৯ পাঃ ১৫ রুঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইসলামের কুৎসা রটনাকারী শত্রু ইসলামদ্রোহী কোন কোন অমোসলেম ঐতিহাসিক বদরের সূচনায় উল্লিখিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবন করার ঘটনাটিকে ঘৃণারূপ দানপূর্বক অভদ্রোচিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্মল ঐতিহ্যকে কালিমাময় করার অপচেষ্টা করিয়াছে। এমনকি উক্ত ঘটনাকে ডাকাত ও দস্যুদলের কার্যক্রমের নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন দুর্বলচেতা মোসলমান ঐতিহাসিকও শত্রুপক্ষের ঐ ঘৃণ্য কারসাজি হইতে ইসলামের আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করিয়াছে বটে, কিন্তু সঠিক পন্থার সন্ধান না পাইয়া ভীত অবস্থায় মূল ঘটনা অস্বীকার করার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে যে—ঐরূপ ঘটনা নিছক ভুল, উহার কোন বাস্তবতা নাই। তাহারা ইসলামের সুনাম রক্ষার্থে শত্রুপক্ষের কুৎসা রটানোর উত্তরদানে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্বলচেতা ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আত্মসমর্পন করিয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এমনকি ঘটনার সময় মদীনায় উপস্থিত বিশিষ্ট ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লিখিত বর্ণনা যাহা বোখারী শরীফের ন্যায় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রতি আস্থাও পরিত্যাগ করিয়াছে। উপরোল্লিখিত কোরআন শরীফের আয়াতে বদরের জেহাদের বর্ণনায় উল্লিখিত اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ "উভয় দলের কোন একটি" বাক্য দ্বারা বণিক দল ও সৈন্যদলের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অতঃপর ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে, "হে মোসলমানগণ!

তোমরা বণিক দলের আশাই পোষণ করিতেছিলে" কোরআন শরীফের এইসব স্পষ্ট ইঙ্গিতের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ইসলামদ্রোহী শত্রুদের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাহাদের প্রশ্নাবলীতে ভীত হইয়া কোরআন-হাদীছের প্রতি যেন মোসলমানগণের আস্থা শিথীল হইয়া উঠে। ইসলামের নাদান দোস্ত ঐতিহাসিকগণ মূল বিষয় উদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া বস্তুতঃ শত্রুগণের সেই সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যকেই সফল করিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে উল্লিখিত হাদীছে কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত ঘটনা বাস্তব সত্য এবং ইহা একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সম্পন্ন কার্য্যবিধি ছিল—যাহার মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। উহার দ্বারা সমগ্র আরব দেশকে সহজে কাবু করার সূচনা ছিল। যাহার বিবরণ এই—

মক্কাবাসী কোরেশগণ সমগ্র আরবের প্রধানরূপে গণ্য হইত; এবং তাহারাই ছিল ইসলাম ও মোসলমানদের প্রধানতম শত্রু; তাহাদিগকে পরাজিত করার অর্থ ছিল সমগ্র আরবকে বশে আনা। এতদ্ভিন্ন আরবের অন্যান্য অধিবাসীরা সাধারণরূপে ইহাই ভাবিয়া থাকিত যে, হযরত মোহাম্মদ যদি আরবের সেরা মক্কাবাসী কোরেশকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন তবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করা বৃথা হইবে। আর যদি তিনি তাহাদের দ্বারা নিঃশেষ ও খতম হইয়া যান তবে আমরা বিনা সংগ্রামেই রেহাই পাইয়া যাইব। এইরূপ মনোভাব লইয়া অধিকাংশ আরববাসী প্রথম অবস্থায় নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জেহাদের অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম মক্কাবাসীকে পরাজিত করার পরিকল্পনা তৈরী করিলেন।

পূর্বেও বলা হইয়াছে, কোন দেশ বা জাতিকে দুর্বল করার সহজ উপায়—তাহাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা এবং তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করিয়া দেওয়া। ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি জাতি ও দেশের মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দেয়। বিশেষতঃ মক্কাবাসীর পক্ষে এই ব্যবস্থা মৃত্যু পরওয়ানা ছিল। কারণ, মক্কা নগরীর এলাকাটি সৃষ্টিগতরূপেই কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী পর্বতমালা ও মরুভূমি—সেখানে একটি দানা জন্মাইবারও উপায় নাই। তথাকার বাসিন্দাদের প্রতিটি লোকমার সংস্থান বহির্দেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভরশীল। তাহাদের জীবনধারণ একমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত জড়িত।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) চিন্তা করিলেন এবং তাঁহার এই চিন্তাধারা ধ্রুব সত্য ও একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহারা অতি সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে। তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-আমদানির সর্বপ্রধান কেন্দ্র সিরিয়া দেশের যাতায়াত পথে অবরোধ সৃষ্টি করা মদীনা হইতে সহজ সাধ্যও ছিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার তরফ হইতে জেহাদের অনুমতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই অবরোধ সৃষ্টির শুধু পরিকল্পনাই নয়, বরং প্রত্যেকটি সুযোগেই তিনি ঘন ঘন অভিযান চালাইতে ছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন ছাহাবীদের দ্বারা, অতঃপর তাঁহার নিজ

পরিচালিত সর্বপ্রথম অভিযান—আবওয়া বা ওয়াদ্দানের অভিযানও এই পরিকল্পনা দৃষ্টেই পরিচালিত হইয়াছিল এবং উহার মাত্র এক মাস ব্যবধানে দ্বিতীয় অভিযান—বাওয়াতের অভিযানও এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়াছিল। অতঃপর তৃতীয় অভিযান—ওসায়রার অভিযান ঐ পরিকল্পনা অনুসারেই পরিচালিত হইয়াছিল। এই অভিযানসমূহের বিস্তারিত ইতিহাস একটু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মক্কা হইতে সিরিয়াগামী যেই বণিক দলটির অনুসরণে উক্ত ওসায়রার অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং বণিক দল পূর্বাহ্নে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল; পুনরায় সেই বণিক দলটিরই উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে তাহাদের মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে বদরের জেহাদের সূচনার অভিযান চলে।

সুধী পাঠক। লক্ষ্য করুন—বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবন, তাহাদের অনুসরণ ও তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালানোর পেছনে কত বড় সুদূরপ্রসারী করিকল্পনা ছিল। বর্তমান মানবতাবোধের ও সভ্যতার দাবীর যুগে ছোট-বড় প্রতিটি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের রসদ সরবরাহ এবং জল ও স্থলপথে বাণিজ্যিক চলাচল বন্ধ করার জন্য সর্বাগ্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয় এবং সেই দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি রাখা হয়। এইরূপ যুগের লোকদের মুখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত পরিকল্পনাকে প্রশংসা না করিয়া উল্টা নিন্দা করা বুদ্ধি-বিবেক এবং ন্যায় বিচারের মাথা খাইয়া একান্ত ধৃষ্টতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ দুষ্ট মনোভাবের পরিচয় দেওয়া বৈ নহে। তাহারা এই উত্তম পরিকল্পনাটিকে কদর্য্য ও কলঙ্কের কার্য্যের নামে নাম-করণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসকে সুষ্ঠু ও ন্যায় এবং শত্রুতা বিবর্জিত দৃষ্টিতে অনুধাবনকারীগণের নিকট তাহাদের নির্লজ্জ মনোবৃত্তি গোপন থাকিবে না।

কোন একটি উত্তম বস্তুকে জঘন্য কার্য্যের নামে নাম করণ দ্বারা কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা যে ক্ষমাহীন অপরাধ তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। বড় পরিতাপের বিষয়, কোন কোন ইসলাম-দরদী লিখক ঐরূপ অপরাধীদের অপরাধকে অজ্ঞাত বশতঃ ধরিতে না পারিয়া বাস্তব ঘটনার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া ইসলামকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন; ইহাতে বোখারী শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থ যাহার দ্বারা আমরা ইসলামের সুশিক্ষা লাভ করিব উহার প্রতি আস্থার শিথীলতা নিশ্চয় আসিবে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের এই হীনমন্যতা পন্থার রক্ষাকবচ একেবারেই অচলও বটে। কারণ, বদরের পূর্বে ছয়টি অভিযান তন্মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত পর পর তিনটি অভিযানের প্রত্যেকটি অভিযানই মক্কাবাসী কোরায়েশ বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সবের প্রত্যেকটিকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

নব্য সৃষ্ট একদল ইসলাম-দরদী লিখক বোখারী শরীফে বর্ণিত বদরের জেহাদের সূচনার ঘটনাটিকে এই বলিয়াও অস্বীকার করে যে, ইহা আক্রমণাত্মক ঘটনা। তাহাদের মতে ইসলামে আক্রমণাত্মক জেহাদের অস্তিত্ব নাই, ইসলামে আছে শুধু আত্মরক্ষামূলক জেহাদ।

এই উক্তি নিছক অবান্তর ও মনগড়া উক্তি। জেহাদ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের জেহাদ একটি সংস্কারমূলক পন্থা, সেখানে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার আদৌ কোন প্রশ্ন নাই। সংস্কারের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে কোন সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে আক্রমণের আকার দেখা গেলেও কেহই উহাকে নিন্দা করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিতে দেখিলেও এস্থলে দেখা যায় যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম এবং মোসলেম জাতিকে নিপাত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে রসদ আনিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হযরত (দঃ) বাগদাদের আব্বাসী খলীফাদের ন্যায় বা মোগল সম্রাটদের ন্যায় অদূরদর্শী ছিলেন না, তিনি শত্রুর গতিবিধি পূর্বাহ্নেই সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। শক্তি সঞ্চয়ের সময় শত্রুকে দুর্বল করিয়া না দিলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সারিলে কি আর তাহাকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়? অতএব রসুলুল্লার এই যুদ্ধ মানব-জাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক ভাবেই হইয়াছিল বলিলে তাহা বাস্তব অবস্থার অনুকূলই হইবে।

অধিকন্তু কোরায়েশরা মোসলমানগণকে বিনা অপরাধে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল। হযরত (দঃ) হিজরতের সময় দূর হইতে মক্কা পানে চাহিয়া বলিতে ছিলেন, "হে মক্কা নগরী! আমি তোমাকে অত্যধিক ভালবাসি, আমার গোষ্টির লোকেরা আমাকে বহিষ্কৃত না করিলে আমি বাহির হইতাম না।" স্বীয় দেশ পুনঃরুদ্ধারের জন্য স্বচেষ্ট হওয়াকে কোন জ্ঞানী আক্রমণ বলিয়া নিন্দা করিতে পারে কি?

১৪১৩। **হাদীছ**ঃ—ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ ইবনে মোয়াজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মক্কার সর্দার উমাইয়া ইবনে খলফের বন্ধুত্ব ছিল। সে কখনও মদীনায় আসিলে সায়াদ ইবনে মোয়াজের অতিথি হইত এবং সায়াদ (রাঃ) কোন সময় মক্কা পৌঁছিলে উমাইয়ায় আতিথেয়তা গ্রহণ করিতেন। পূর্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব ছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিয়া আসিবার পর একদা সায়াদ (রাঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিলেন এবং উমাইয়া ইবনে খলফের অতিথি হইলেন। তিনি উমাইয়াকে বলিলেন, এমন একটি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যখন কা'বা-ঘরে লোকের সমাগম না থাকে, আমি এরূপ সময় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে ইচ্ছা রাখি। এক দিন দ্বিপ্রহরের সময় উমাইয়া ইবনে খলফ সায়াদ (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল। আবু জহল তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গী লোকটি কে? সে বলিল, তিনি সায়াদ (মদীনার সর্দার)। আবু জহল (মদীনাবাসীদের প্রতি এই কারণে ক্রোধান্বিত ছিল যে, তাহারা মোসলমানগণকে স্থান দিয়াছে, তাই সে) সায়াদ (রাঃ)কে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, অতি শান্ত পরিবেশে তোমাকে মক্কার মধ্যে তওয়াফ করিতে দেখিতেছি! অথচ তোমরা মক্কাবাসীদের শত্রু,

বাপ-দাদার ধর্মত্যাগী—মোসলমানগণকে স্থান দিয়াছ এবং তাহাদের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ যদি তুমি উমাইয়ার সঙ্গে না হইতে তবে নিরাপদে বাড়ী ফিরিতে সক্ষম হইতে না।

সায়াদ (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, খোদার কসম—শান্ত পরিবেশে তওয়াফ করায় আমাকে বাধা দিলে আমি তোমাদের এমন এক কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করিব যাহা তোমাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন হইবে—তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার যাতায়াত পথ মদীনা সংলগ্নে অবস্থিত, সেই পথে তোমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিব। এতদশ্রবণে উমাইয়া ইবনে খলফ বলিল, হে সায়াদ। মক্কা নগরীর প্রধান সর্দার আবুল হাকামের ❁ সম্মুখে এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবেন না। সায়াদ (রাঃ) ক্রোধভরে তাহাকে বলিলেন, তুমি চুপ কর (এবং নিজের চিন্তা কর;) আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি মোসলমানদের হস্তে নিহত হইবে। উমাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার এলাকায় নিহত হইব? সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, তাহা জানি না।

(কাফেররাও ভালরূপে জানিত যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, তাই) উমাইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া স্বীয় স্ত্রীর নিকট এই কথা ব্যক্ত করিল। অতঃপর সে শপথ করিল, সে কখনও মক্কা হইতে বাহিরে যাইবে না। (তাহার ধারণা ছিল যে, তাহার নিজের দেশ মক্কায় তাহাকে কেহ হত্যা করিতে পারিবে না।)

কিছু দিনের মধ্যেই বদরের জেহাদের সূচনা—বণিকদলের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটিল। সেই উপলক্ষে আবু জহল সমগ্র মক্কাবাসীকে এই মর্মে নির্দেশ দিল যে, সত্তর তোমরা সমবেত ভাবে স্বীয় বণিকদলকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। তখন উমাইয়া ইবনে খলফ (স্বীয় আতঙ্ক ও শপথ অনুসারে) মক্কার এলাকা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে সম্মত হইল না। সেমতে আবু জহল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, আপনি মক্কার প্রধান সর্দারগণের মধ্যে অন্যতম। আপনি যদি এই কার্যে অগ্রসর না হন, তবে সর্বসাধারণ লোক অগ্রসর হইবে না; এই বলিয়া আবু জহল তাহার সঙ্গে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, এমনকি উমাইয়া তাহাকে বলিল, আপনি যখন আমাকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন তখন আমি (এই কার্য্যে বিশেষ মনোযোগের সহিত তৎপর হইব—মক্কার সর্বোত্তম একটি উষ্ট্র ক্রয় করিব। অতঃপর স্বীয় স্ত্রীকে বলিল, আমার রণ-সজ্জার ব্যবস্থা কর। তখন তাহার

❁ "আবু-জহল" মক্কার সর্বপ্রধান নেতা ছিল, তথাকার সকল প্রকার বিচার-মীমাংসা ও কর্তৃত্ব তাহার উপর ন্যাস্ত ছিল, এই অর্থে মক্কাবাসীগণ তাহাকে "আবুল হাকাম" নামে অভিহিত করিয়া থাকিত অর্থাৎ প্রধান বিচারক এবং প্রধান মীমাংসাকারী। কিন্তু সে জাগতিক কার্য্যাবলীতে যে পরিমাণ জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিল আখেরাত ও পরকাল সম্পর্কে ততোধিক অজ্ঞ ছিল, তাই তাহাকে মোসলমানগণ "আবু-জহল"—অজ্ঞতার পিতা ও অজ্ঞতার কেন্দ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্ত্রী বলিল, আপনার মদীনাবাসী বন্ধু যে কথা বলিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? সে বলিল, ভুলি নাই; আমি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিব বটে, কিন্তু নিকটবর্তী স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিব, মক্কার এলাকা অতিক্রম করিব না। সকলের সঙ্গে যাত্রা করার পর উমাইয়া প্রতিটি বিশ্রাম স্থানেই এইরূপ ইচ্ছা করিত যে, সে ফিরিয়া যাইবে, এমনকি সেই উদ্দেশ্যে স্বীয় যানবাহনও প্রস্তুত রাখিত। কিন্তু তাহার ইচ্ছা মনেই থাকিয়া যাইত কার্যে পরিণত হইত না, শেষ পর্যন্ত সে বদরের রণক্ষেত্রে পৌঁছিল এবং যুদ্ধে নিহত হইল—এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে পরিণত হইল।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন—বিশিষ্ট ছাহাবী সায়া'দ ইবনে মোয়াজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদীনার সর্দার যিনি স্বয়ং বদরের জেহাদে একজন অন্যতম প্রধান রূপে যোগদানকারী ছিলেন তাঁহার বর্ণনার মধ্যেও বণিকদলের ঘটনার ভূমিকা উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিরিয়ার সহিত মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ মদীনাবাসীগণ কর্তৃক অবরোধ করার হুমকিও উল্লেখ হইয়াছে।

মোসলেম বাহিনী মক্কার শসস্ত্র বাহিনীর মুখামুখী :

মোসলমানদের অন্তরের কামনা—নিরস্ত্র বণিক দলের লাগ পাওয়া, আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা—মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়া। আল্লার ইচ্ছাই প্রবল থাকিবে; তাহাই ঘটিল—

বদরের গিরি-পথই মক্কা ও সিরিয়ার সাধারণ পথ এবং বদর উপত্যকাই পথিক কাফেলাদের মঞ্জিল তথা বিশ্রাম-ষ্টেশন। অতএব মক্কা হইতে আগত সশস্ত্র বাহিনী বদর পানে ধাবমান; আর মোসলেম বাহিনীও বণিকদলের উদ্দেশ্যে বদর পানেই অগ্রসর। হযরত (দঃ) বদরে পৌঁছিবার অনেক পূর্বেই দুইজন গোয়েন্দা বদরে পাঠাইয়া দিলেন; বদর এলাকায় আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা পৌঁছিবার সম্ভাব্য দিনের খোঁজের জন্য।

কুদরতের লীলা—হযরতের এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সম্মুখে ফেল হইল। গোয়েন্দাদ্বয় বদরে আসিয়া একটি পানির কূপের নিকট বসিল এবং তথায় তাহাদের বাহন উট বাঁধিল। ইতিমধ্যে ঐ এলাকার দুইজন মহিলা কূপের পানি লইতে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, আগামী কাল বা তারপর দিনই সিরিয়া হইতে আগত আবু-সুফিয়ানের একটি বৃহৎ বাণিজ্য-কাফেলা এস্থানে পৌঁছিবে। আমরা তাহাদের কাজ করিয়া পয়সা উপার্জনের সুযোগ পাইব। হযরতের গোয়েন্দাদ্বয় ঐ মহিলাদ্বয়ের এই আলাপে নিজ উদ্দেশ্যের খোঁজ লাভ করিয়া দ্রুত তথা হইতে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার সময় তথায় "মুজদী" নামক একজন পুরুষও উপস্থিত ছিল।

গোয়েন্দাদ্বয় দ্রুত আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে খবর পৌঁছাইল যে, বণিকদল আগামী দুই দিনের মধ্যেই বদরে পৌঁছিতেছে। সেমতে মোসলেম বাহিনী বদরপানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বণিকদল পূর্বেই মোসলেম বাহিনীর সংবাদ অবগত ছিল; তাই তাহাদের দলপতি আবু-সুফিয়ান বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ চলিতেছিল। তাহার কাফেলা বদর এলাকায় পৌঁছিবার পূর্বে সে নিজে মোসলেম বাহিনীর গতিবিধি অবগতির জন্য গোপনে একা বদরে আসিল। হযরতের গোয়েন্দাদ্বয় বদর হইতে প্রস্থানের মুহূর্ত পরেই আবু-সুফিয়ান তথায় পৌঁছিল এবং ঠিক ঐ কূপের নিকটই পৌঁছিল। সেও তথায় আসিয়া ঐ "মুজদী" নামক ব্যক্তির নিকট গোয়েন্দাদ্বয়ের খোঁজ পাইল এবং তথায় উটের মল দেখিতে পাইল যাহাতে মদীনা এলাকার খেজুরের আঁটি ছিল যাহা আকারে ছোট হয়। আবু-সুফিয়ান বুঝিয়া ফেলিল মোসলেম বাহিনীর গোয়েন্দা এস্থানে পৌঁছিয়াছিল। তাহারা বদর পথেই বণিকদলের পিছু নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। এই ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান দ্রুত ছুটিয়া যাইয়া নিজ কাফেলাকে বদরের পথ হইতে ফিরাইয়া অন্য পথে পরিচালিত করিল। এই ঘটনা এবং বণিকদলের পথ পরিবর্তনের কোন খোঁজই হযরতের নিকট নাই; তিনি তাঁহার গোয়েন্দাদ্বয়ের সংবাদ অনুসারে স্বীয় বাহিনী লইয়া বণিকদলের আশায় বদরপানে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন, তথায় পৌঁছিয়া বণিকদলের উপস্থিতির অপেক্ষা করিবেন; অথচ বণিকদল অন্য পথে নির্বিঘ্নে মক্কাপানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবু-সুফিয়ান তাহার নিরাপত্তার এই ঘটনা এবং সংবাদও মক্কায় প্রেরণ করিয়াছে। সেই সংবাদ মক্কা হইতে আগত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবুজহলের নিকট পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের অভিযান অব্যাহত রাখা সম্পর্কে মতভেদও হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদের বাহিনী বদর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে এবং আবু-সুফিয়ানের নিরাপত্তা-চাতুর্য্যের জন্য তথায় আনন্দ-উৎসব করিবে—বদর উপত্যকায় উট জবেহ করিয়া এলাকাবাসীদেরে ভোজন করাইবে। ইহাতে সমস্ত এলাকায় কোরায়েশদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মক্কার সশস্ত্র বাহিনী বদর এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তেই মোসলেম বাহিনী বদরের উপকণ্ঠে উপনিত হইয়াছে। বিকাল বেলা হযরত (দঃ) কতিপয় ছাহাবীকে পাঠাইয়াছেন—বদর এলাকায় ঘোরা-ফেরা করিয়া খোঁজ-খবর সংগ্রহ করার জন্য। তাঁহারা একটি কূপের নিকট হইতে দুইটি ভৃত্যকে ধরিয়া নিয়া আসিয়াছেন খবর সংগ্রহ করার জন্য। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সময় নামায পড়িতে ছিলেন। ছাহাবীগণ সেই ভৃত্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাদের সঙ্গে আসিয়াছ? ভৃত্যদ্বয় বলিল, কোরায়েশদের সঙ্গে আসিয়াছি—তাহাদের পানি সংগ্রহে জন্য। মোসলেম বাহিনীর লক্ষ্যে এখনও আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার স্বপ্ন; তাঁহারা ভাবিলেন, ভৃত্যদ্বয় সত্য গোপন করিতেছে, তাই তাদেরকে তাঁহারা মারধর করিলেন। ভৃত্যদ্বয় এইবার বলিল, আবু-সুফিয়ানের কাফেলার সঙ্গে আসিয়াছি, এখন তাহারা নিস্তার পাইল।

হযরত (দঃ) মূল ঘটনার অবগতি পাইয়া ফেলিয়াছেন; হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন ইঙ্গিত আসিয়াছে। নামায শেষে হযরত (দঃ) বলিলেন, ভৃত্যদ্বয় যখন সত্য কথা বলিয়াছে তখন তাহাদেরকে তোমরা মারিয়াছ, যখন মিথ্যা বলিয়াছে তখন রেহায়ী দিয়াছ। অতঃপর স্বয়ং হযরত (দঃ) ভৃত্যদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর বিস্তারিত তথ্য অবগত হইলেন—তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করিয়াছে, এমনকি মক্কার কোন্ কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বাহিনীতে রহিয়াছে তাহাও অবগত হইলেন। ঐ লোকদের সকলের নাম শ্রবণান্তে হযরত (দঃ) ছাহাবীদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মক্কা তাহার কলিজার টুকরাসমূহের সবই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। (আছাহ-হুস্-সিয়ার)

মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত মুসলেমদের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লার ইচ্ছা ছিল:

আল্লাহ তায়ালা রহমানুর-রহীম, তিনি অসীম সহিষ্ণু; তাঁহার ধৈর্য্য সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালার এই গুণাবলীর প্রতিবিম্বেই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাফেররা চরম গোড়ামী এবং উশৃঙ্খল বিদ্রোহের দ্বারা সেই ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার ব্যবস্থাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

সর্বশক্তিমত্তাও আল্লাহ তায়ালার একটি গুণ; এখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই গুণের বিকাশে দ্বীন-ইসলামের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করিলেন। অবশ্য মুসলেমদের ত্যাগ, কোরবানী এবং বিপদের ঝুকি নিয়া অগ্রগামী হওয়ার ধারা-প্রবাহের উপরই আল্লার সর্বশক্তিমত্তা-গুণ বিকাশের বর্ষণ বর্ষিবে; জগতের বুকে আল্লাহ তাল্লালার সাধারণ নিয়ম ইহাই। সেমতে আলোচ্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল—মক্কার দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সল্প সম্বলের নগণ্য সংখ্যক মুসলেম বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাউক; এই অবস্থায় মুসলমানদের চরম ত্যাগ ও কোরবানী উপস্থিত করার উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা-গুণের বিকাশ সাধন করিবেন। আল্লার ইচ্ছার প্রতিফলন অবধারিত; তদুপরি এক্ষেত্রে যুদ্ধ বানচাল না হইয়া যায় তাহার বাহ্যিক ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা করিলেন; যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্বে হযরত (দঃ) আসন্ন যুদ্ধের একটা স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্নে শত্রু পক্ষ হযরতের দৃষ্টিতে কম ও স্বল্প বোধ হইল। যাহার ব্যাখ্যা এই ছিল যে, বস্তুতঃ শত্রু সৈন্য অধিক হইলেও তাহারা নগণ্য সংখ্যকের ন্যায়ই মোসলেম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হইবে। এই স্বপ্নের ফলে হযরতের মনে কিছুটা স্বস্তির ভাব আসিল এবং ছাহাবীদের নিকট হযরত (দঃ) ঐ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তাঁহাদের মনেও স্বস্তিত্ব ভাব আসিল; ইহাতে মোসলেম বাহিনী যুদ্ধের প্রতি এক ধাপ অগ্রসর হইল। এই বিষয়টা পবিত্র কোরআনের ভাষায়—

وَاِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ.....

"একটি স্মরণীয় ঘটনা—আল্লাহ তায়ালা আপনাকে স্বপ্নে শত্রু পক্ষ কম দেখাইলেন। যদি তাহাদিগকে বেশী দেখাইতেন তবে অবশ্যই (স্বপ্ন শুনিয়া হে মোসলেম বাহিনী!) তোমরা সাহস-হারা হইয়া পড়িতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইসব গ্লানি হইতে বাঁচাইয়া নিয়াছেন"। (১০ পাঃ ১ রুঃ)। ইহা ত হইল যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বের ঘটনা এবং ইহা স্বপ্নের ঘটনা; মোসলেম বাহিনী যাহা শুনিয়া মনে সাহস বোধ করিল। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের আরও একটি লীলা প্রকাশ পাইল—উহার বিবরণও পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ

"হে মোসলেম বাহিনী! আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তোমরা রণে অবতীর্ণ হইলে তখন আল্লাহ তায়ালা শত্রু পক্ষকে তোমাদের চাক্ষুস দৃষ্টিতে কম ও স্বল্প দেখাইলেন, আর তাহাদের দৃষ্টিতেও তোমাদিগকে কম দেখাইলেন, যেন উভয় পক্ষের মনে সাহসের সঞ্চার হয়; ফলে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিয়া পড়ে এবং ঐ কাজ আল্লাহ বাস্তবায়িত করেন যাহা পূর্বে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে"। (ঐ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন—মোসলমানদের হাতে মক্কার কাফের সর্দারদের বিনাশ সাধন করা এবং মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। এই কার্য্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন, তাই যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল। সেমতে যুদ্ধ বানচাল না হইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা স্বরূপ উভয় পক্ষের সাহস অটুট রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা এক কুদরতী কাজ করিলেন যে, কাফের পক্ষ ত মোসলেম বাহিনীকে স্বল্প দেখিল যাহা প্রকৃত অবস্থা ছিল—হাজারের মোকাবিলায় তিন শত। কিন্তু আল্লার কুদরতে তিন শতের মোসলেম বাহিনীও হাজার সংখ্যার শত্রু পক্ষকে চাক্ষসরূপেই স্বল্প দেখিল, ফলে তাহারাও নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইল এবং উভয় পক্ষে তীব্র যুদ্ধের পূর্ব-নির্দ্ধারিত কাজ সম্পন্ন হইয়া গেল।

ছাহাবীগণের চরম কোরবাণী:

এই অভিযানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়া আসেন নাই—সেইরূপ সৈন্য সংখ্যাও নয়, অস্ত্রশস্ত্রও নয়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মোসলমানগণ মুখামুখী হইয়া পড়িল এমন এক দুর্ধর্ষ শত্রু বাহিনীর যাহাদের সৈন্য সংখ্যা মোসলমান বাহিনীর তিন গুণের অধিক, অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্য ত বলারই নাই। এমতাবস্থায় মোসলমানদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা চিন্তা করিলেই অনুমান করা যায়। অকস্মাৎ এমন পটপরিবর্ত্তন ঘটিবে, কে জানিত? তাঁহারা আসিয়াছিলেন

বণিক দলের নিরস্ত্র কাফেলাকে আক্রমণ করিতে আর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল দুর্ধর্ষ শত্রুদের এক সশস্ত্র বাহিনী; তাহাদের মোকাবেলা করিতে মোসলমানগণ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধ ছাড়া উপায় নাই; শত্রু ত অস্ত্রহাতে ঘাড়ের উপর দণ্ডায়মান।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ)ও খুব অস্থির; তিনি ছাহাবীদিগের সহিত পুনরায় পরামর্শে বসিলেন। উক্ত সমাবেশে ছাহাবীগণের দৃঢ় মনোবল এবং সর্বস্ব উৎসর্গ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতি দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

১৪১৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)কে এমন একটি সুযোগ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি যে, সেই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে আমি তাঁহার সাথী হইতে পারিলে দুনিয়ার যে কোন প্রকার ধন-সম্পদ লাভ করা অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

মেকদাদ (রাঃ) বদর-জেহাদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন; তিনি মোশরেক শত্রুদের প্রতি আল্লার দরবারে বদদোয়া করিতেছিলেন। মেকদাদ (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্যে আরজ করিলেন, আমরা মূছা আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের ন্যায় আপনাকে এইরূপ বলিব না যে, "আপনি স্বীয় প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে সঙ্গে নিয়া উভয়ে রণাঙ্গনে যান এবং যুদ্ধ করুন; আমরা ত যাইতে পারিব না, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।"

আমরা আপনাকে ঐরূপ বলিব না, বরং আমরা আপনার ডানে বামে, সম্মুখে পেছনে—চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইব। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন,) তখন আমি দেখিলাম, তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক দীপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি উৎফুল্ল হইলেন।

(আল্লার রসুলকে এইরূপ সন্তুষ্ট করার সুযোগ লাভ অতি বড় সৌভাগ্য, তাই আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই সুযোগের সাথী হওয়ার অভিলাষী ছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—বদরের রণাঙ্গণেই প্রথম শত্রুর সঙ্গে মোসলমানদের যুদ্ধ ও লড়াই অনুষ্ঠিত হয়, ইতিপূর্বে কোন অভিযানেই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই; তাই রণক্ষেত্রে মোসলমানগণের কার্যক্রম ও কার্যক্ষেত্রে তাহাদের মনোবল কিরূপ ও কতদূর দৃঢ় হইবে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার কোন সুযোগ এযাবৎ হইয়া ছিল না। বদরের জেহাদই উহার প্রথম সুযোগ এবং এই উপলক্ষে অবস্থার ভয়াবহতাও ছিল অত্যধিক। এতদ্দৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রাপ্তির আগ্রহ পোষণ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ বদরের জেহাদেই মদীনাবাসী মোসলমান—আনছারগণের যোগদানের সর্বপ্রথম জেহাদ ছিল এবং তথায় তাঁহাদের সংখ্যাই তিন চতুর্থাংশ ছিল; মাত্র এক চতুর্থাংশ ছিলেন মোহাজের ছাহাবীগণ। হযরত (দঃ) সর্বাধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন—মদীনাবাসী আনছারগণের পক্ষ হইতে আশ্বাস পাইবার প্রতি।

পরামর্শ সভায় সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) অতঃপর ওমর (রাঃ) বক্তৃতা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ত পূর্ব হইতেই সর্বোৎসর্গকারীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতঃপর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মেকদাদ (রাঃ) স্বীয় বক্তব্য পেশ করিলেন, যাহাতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু এখনও তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। কারণ, মদীনাবাসী আনছারগণ যাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণের বিশেষ প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন, এখনও তাঁহাদের পক্ষ হইতে কিছু বলা হইয়াছিল না। তাই হযরত (দঃ) পুনরায় ঐরূপ আহ্বান জনোইলেন; তখন সকলেই অনুভব করিতে পারিলেন, তিনি আনছারগণের বক্তব্য শুনিতে চাহেন।

এইবার মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইলেন, তিনি ঘোষণা করিলেন— امض يا رسول الله لما امرت به فنحن معك "ইয়া রসুলাল্লাহ; আপনি আল্লার আদেশ পুরণে অগ্রসর হউন, নিশ্চয় নিশ্চয় আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আছি।" এমনকি বিশেষ আনুগত্যের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি দানার্থে তিনি ঘোষণা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (সুদূর ইয়ামান দেশ বা তৎনিকটস্থ—) বরকুল-গেমাদ নামক স্থান পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে আপনি আমাদিগকে আদেশ করিলে আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। আপনি আমাদিগকে সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতে আদেশ করিলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা-বোধ করিব না। ইহা সত্য যে, আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়া মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আপনি স্বীয় স্বাধীন মতে অগ্রসর হউন, সর্বক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই অনুসারিত হইবে। আমাদের ধন সম্পদ হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি কাজে লাগাইতে পারেন। আপনার গৃহীত অংশকে আমরা আমাদের নিকট অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক মনে করিব।

অতঃপর সমস্ত সঙ্গী ছাহাবীগণই এক বাক্যে বলিলেন—

لا نقول كما قالت بنو اسرائيل ولكن انطلق انت وربك انا معكم

বনী-ইস্রাঈলরা মুছা (আঃ)কে যেমন বলিয়াছিল—"আপনি ও আপনার খোদা দুই জনে যাইয়া যুদ্ধ করুন, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।" আমরা আপনাকে ঐরূপ বলিব না। আমরা বলিব, আপনি স্বীয় প্রভুর সাহায্য লইয়া অগ্রসর হউন, আমরা সমবেত-ভাবে আপনাদের সঙ্গে আছি। (ফতহুলবারী)

উল্লিখিত বাক্যে এবং আলোচ্য হাদীছে বনী-ইস্রাঈলগণের যেই উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই উক্তির ঘটনা কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে—

হযরত মুছা (আঃ) ছয় লক্ষ বনী-ইস্রাঈলকে লইয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশে বায়তুল-মোকাদ্দাস শহর জয় করার উদ্দেশ্যে জেহাদের জন্য যাত্রা করিলেন। উক্ত শহরের অনতিদূরে যাইয়া বনী ইস্রাঈলরা সেই শহরবাসীদের শক্তি ও বীরত্বের কথা শুনিতে পাইলে মনোবল হারা হইয়া বসিয়া পড়িল, সম্মুখে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল। এমনকি অনেক রকম

বুঝ-প্রবোধ দেওয়া হইল তাহারা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকারকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ গোস্তাখী ও বে আদবী সূচক উক্তিও করিল যে, হে মুছা! আপনি স্বীয় প্রভুকে লইয়া অগ্রসর হউন এবং উভয়ে যাইয়া যুদ্ধ করুন; আমরা ত এই স্থানেই বসিয়া পড়িলাম। এইরূপ অশোভন উক্তির ফলে তাহাদের প্রতি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার গজব নাযেল হইয়াছিল। তাহারা যেই স্থানে পৌঁছিয়া এই কুকাণ্ড ও কু-উক্তি করিয়াছিল—দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যান্ত সেই এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জীবন কাটাইতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হয় নাই। এই ঘটনার নানারূপ বিবরণ কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

জেহাদের প্রারম্ভে আল্লার দরবারে রসূলুল্লার কাকুতি-মিনতির করুণ দৃশ্য

১৪১৫। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ○

অর্থ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-জেহাদের দিন (তাঁহার জন্য তৈরী শিবিরে বসিয়া) দোয়া করিতে ছিলেন—হে আল্লাহ! আমার সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কে অতীতে যে সব আশা ভরসা দিয়াছেন অদ্য উহা বাস্তবে পরিণত করুন। হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করিলে (আমি এবং আমার সঙ্গী মোসলেম দলকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে) আপনার বন্দেগীকারীর অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া যাইবে।

এমতাবস্থায় আবু বকর (রাঃ) আসিয়া হযরতের হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, আপনি ক্ষান্ত হউন; যথেষ্ট দোয়া করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) এই আয়াত উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন سيهزم الجمع ويولون الدبر "অচীরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে।"

ব্যাখ্যা :—বদরের রণাঙ্গন সম্মুখে, যাহা ইসলামের জীবনে প্রথম রণাঙ্গন; এত বড় শত্রু সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তিও মোসলমানদের নাই। মোসলমানগণ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে; উহার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে উহার সহিত তাহারা জড়াইয়া পড়িয়াছে।

রণাঙ্গণের এক প্রান্তে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য একটি শিবির তৈরী করা হইয়াছে, তথায় বসিয়া এই সব ভয়াবহ অবস্থার চিন্তায় তিনি মগ্ন। সঙ্গী দলটি একমাত্র তাঁহারই ইঙ্গিত-ইশারায় ও আদেশে ঘর-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সুদূর পথের মধ্যে এই বিপদাবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সত্য যে, তিনি আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল, তিনি আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় পাত্র, কিন্তু ইহাও বাস্তব যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বে-নিয়াজ, তাঁহার ইচ্ছাই ইচ্ছা, সেই মহান দরবারে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন নাই। তদুপতি ইহাও বাস্তব কথা যে, "قربیاں را بیش بود حیرانی" নৈকট্য প্রাপ্তদের আতঙ্ক অধিক হইয়া থাকে। এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিচল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিচলতা তাঁহাকে তাঁহার প্রভু আল্লাহ তায়ালার দরবারেই উপস্থিত করিল, তিনি সাধারণ অবস্থার বিপরীত—দাঁড়াইয়া দোয়া করা আরম্ভ করিলেন এবং দোয়া করাকালীন হস্তদ্বয় এত অধিক উত্তোলন করিলেন যে, কাঁধ হইতে তাঁহার চাদর পিছলিয়া পড়িয়া গেল। তিনি নগ্ন বদনে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক দাঁড়াইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন اللهم - হে আল্লাহ। اللهم—হে আল্লাহ! বলিয়া দয়ার সমুদ্রে বাণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মোনাজাত করিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِیْ مَا وَعَدْتَّنِیْ

"হে আল্লাহ! আমাকে প্রদত্ত সমস্ত ওয়াদা আজ বাস্তবে পরিণত করুন।"

اللهم أت ما وعدتنی হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে সমস্ত ওয়াদা ও আশা দিয়াছেন আজ বাস্তব জগতে আমাকে তাহা দান করুন—ফলাফল আজ আমাকে প্রদান করুন।

اللهم لا تخذلنی হে আল্লাহ! আমাকে আশ্রয়চ্যুত করিবেন না।

এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) উপস্থিত সঙ্কট মুহূর্তের ভয়াবহ অবস্থার চিত্রকে তুলিয়া ধরিয়া চরম ব্যাকুলতার সহিত আল্লাহকে ডাকিলেন—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ اَتَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخْرِهَا تُجَادِلُ وَتُكَذِّبُ رَسُوْلَكَ

اَللّٰهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِیْ وَعَدْتَّنِیْ ○

"হে আল্লাহ! কোরায়েশ শত্রু সেনাদল গর্ব, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ হইয়া তোমার সত্য ধর্মকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা তোমার প্রেরিত রসুলকে অস্বীকার করতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছে; হে আল্লাহ! তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রার্থনা করি।"

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি অতি কাতর স্বরে কাকুতি মিনতি করিয়া ইহাও বলিলেন—হে আল্লাহ! এই মুষ্টিমেয় মুসলিম জামাতকে যদি আজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া না লও, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে তোমার এবাদৎ-বন্দেগীকারীদের নাম-নেশান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হে আল্লাহ! ভাগ্যের পরিহাসে এই নগণ্য দলটির বিলুপ্তি যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া পড়ে, তবে দুনিয়ার বুকে তোমার গোলামী বন্ধ হইয়া যাইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ অস্বাভাবিক অস্বস্তির অবস্থা দৃষ্টে আবু বকর (রাঃ) স্থির থাকিতে পারিলেন না; সান্ত্বনা ও প্রবোধ দানে তাঁহাকে বারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। এমনকি তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আপনি স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে যতদূর বলিয়াছেন অধিক বলিয়াছেন—ইহাই যথেষ্ট। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্কন্ধে যেই দায়িত্বের বোঝা অনুভব করিতেছিলেন আবু বকর ছিদ্দিকের কাঁধে সেই বোঝা ছিল না, তাই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইতেছিলেন।

অতঃপর হয়ত আল্লার পক্ষ হইতে সান্ত্বনার কোন ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (দঃ) পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি আয়াত উৎফুল্লকণ্ঠে তেলাওয়াত করিতে করিতে শিবির হইতে বাহির হইলেন—سيهزم الجمع ويولون الدبر "অচিরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাৎপদ হইয়া পলায়নে বাধ্য হইবে।" †

এইসব ব্যবস্থায় তাঁহার অস্বস্তির লাঘব ঘটিল বটে, কিন্তু অবস্থার ভয়াবহতা দৃষ্টে এখনও তিনি আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করা হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদের দিন যুদ্ধ চলাকালীন আমি যুদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবস্থান-স্থানে উপস্থিত হইলাম।

---

† জেহাদের বিধান প্রবর্তনের, বরং হিজরতের বহু পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালে মোসলমানদিগকে সান্ত্বনা দান পূর্বক ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়াতের মর্ম ও সংবাদটি তখন মোসলমানদের নিকট খুবই আশ্চর্য্যজনক ছিল। এমনকি এই আয়াত শুনিয়া তখন ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন লোকদের পরাজিত হওয়ার ও পশ্চাদপদে পলায়ন করার সংবাদ ইহা? তখন মোসলমানগণ ভাবিতেও পারে নাই যে, মক্কার দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডরা মোসলমানদের হাতে পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদে পলায়ন করিবে—এইরূপ অলৌকিক ঘটনাও কোন সময় ঘটিবে।

বদরের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্নাকাটি করিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া আসার প্রাক্কালে উৎফুল্লকণ্ঠে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত পূর্বক হযরত (দঃ) পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী মোসলমানদের স্মরণে আনিয়া দিলেন। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, সেই আশাতীত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার দিন উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।

দেখিতে পাইলাম, তিনি সেজদায় পতিত আছেন— يا حى يا قيوم হে চির-জীবন্ত! হে সর্ববিষয়ের সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক! এইরূপে তিনি আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতেছিলেন। আমি পুনরায় উপস্থিত হইলাম এইবারও তাঁহাকে সেজদারতই দেখিতে পাইলাম।

বদর-জেহাদে আল্লার বিশেষ সাহায্য

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থ—নিশ্চয় তোমাদের স্মরণ আছে, বদর-জেহাদে তোমরা নিতান্ত দুর্বল, শক্তি-সামর্থহীন ছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভক্তি সঞ্চয় কর; তবেই তোমরা কৃতজ্ঞ গণ্য হইবে। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

সর্বপ্রথমে সাহায্য ছিল ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ। প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের সুসংবাদ জ্ঞাত করান হয়, অতঃপর তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রস্তাব দান করা হয়, অতঃপর একটি বিশেষ সংবাদ বাস্তবে পরিণত হওয়ার শর্তে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্যের ঘোষণা করা হয়।

ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ প্রসঙ্গটি আধুনিক পরিবেশে সমর্থিত হওয়া সহজ বা কঠিন, সেই বিতর্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে, যেহেতু এই প্রসঙ্গটি স্পষ্টরূপে বিস্তারিত ভাবে কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে।

(১)..... فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

অর্থ—বদরের জেহাদ উপলক্ষে যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়া এই সুসংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব—এক সহস্র ফেরেশতা পাঠাইয়া, যাঁহারা সারিবদ্ধরূপে অবতরণ করিবেন। (৯ পাঃ ১০ রুঃ)

(২)..... اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

অর্থ—ঐ সময়টি চিরস্মরণীয়; যখন আপনি মোসলমানগণকে (সান্ত্বনা দানে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া) বলিতেছিলেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে তিন সহস্র ফেরেশতা প্রেরণে সাহায্য করিবেন—যাঁহারা এই কার্য্যের জন্যই অবতারিত হইবেন। (৪ পাঃ ৪ রুঃ)

(৩) ..... يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ -

অর্থ—তিন সহস্র ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট, তবুও যদি তোমরা আপদ-বিপদে দৃঢ় মনোবল লইয়া কাজ করিতে থাক আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভক্তির উপর স্থির থাক এবং শত্রু পক্ষের অধিক সাহায্য এই মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের পরওয়ার-দেগার তোমাদেরে সাহায্য করিবেন—পাঁচ হাজার পদকধারী ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা। (ঐ)

কুর্‌জ ইবনে জাবের নামক কাফের সর্দারের পরিচালনাধীনে একটি বাহিনী শত্রু পক্ষের সাহায্যার্থে আসিবার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। যদ্দরুণ মোসলমানগণের মধ্যে বিচলিতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা স্বাভাবিক ছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঐ অবস্থায় সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত শত্রু পক্ষের ঐ সাহায্য আসে নাই।

ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণের উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তাঁহারা সরাসরি যুদ্ধ করিয়া কাফেরদেরকে পরাজিত করিবেন। নতুবা তাঁহারা যেরূপ শক্তিমান, তাঁহাদের একজনই ঐ উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট। এক জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী বহু শক্তিশালী উম্মতকে ধ্বংস করিয়াছেন। যদি প্রত্যক্ষরূপে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারাই কাফেরদের ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হইত তবে আল্লাহ তায়ালা যে কোন মুহূর্তে সারা বিশ্বের কাফেরকে ধ্বংস করিতে পারেন।

বস্তুতঃ এখানেও প্রত্যক্ষরূপে মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমেই কাফেরদিগকে পরাজিত করা উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য জাগতিক অন্যান্য কার্য্যাবলীর ন্যায় এই উপলক্ষেও পরোক্ষভাবে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফেরেশতা অবতরণ সংবাদে মোসলমানদের মনোবল সুদৃঢ় হইয়া ছিল; বিপদকালে মনোবল সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থাও একটি অতি বড় সাহায্য।

সাধারণতঃ ফেরেশতাগণ যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই, বরং তাঁহাদের আগমন বার্তায় এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় মোসলমানদের মনোবল দৃঢ় রহিয়াছে। এই কারণেই সংখ্যায় আধিক্য অবলম্বিত হইয়াছিল, কারণ সংখ্যার আধিক্যের দ্বারা মনোবলের উপর প্রতিক্রিয়া হওয়া সাধারণ ও স্বভাবগত সত্য।

উল্লিখিত বিষয়টি একাধিক স্থানে কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। দুই একটি শব্দের সামান্য পরিবর্তনে দুই স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ -

অর্থ—ফেরেশতা প্রেরণ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা একমাত্র এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করিয়া-ছিলেন যেন তোমরা ইহাকে একটি সুসংবাদরূপে গ্রহণ কর এবং ইহা দ্বারা তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় হয়। (৪ পাঃ ৪ রুঃ এবং ৯ পাঃ ১১ রুঃ)

ফেরেশতাগণ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু স্থান বিশেষে কাফেরকে আঘাত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও ইহার আদেশ ছিল। কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে—

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ

فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ .....

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের প্রতি নির্দেশ পাঠাইতে ছিলেন যে, (মোমেনগণের সাহায্যে) আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা মোমেনগণের মনোবল দৃঢ় রাখিতে সচেষ্ট হও, আমি শত্রুপক্ষ কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছি। তোমরা প্রয়োজন ক্ষেত্রে কাফেরদের গর্দানের উপর এবং অঙ্গসমূহের প্রতিটি জোড়-স্থলে আঘাত করিও। কাফেরদের বিরুদ্ধে এইসব ব্যবস্থা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

মোছলেম শরীফে এই শ্রেণীর একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণিত আছে—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে মোসলমান এক ব্যক্তি কোন এক মোশরেক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ তিনি চাবুকাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং কোন একজন অশ্বারোহীর শব্দও শুনিতে পাইলেন-- اقدم حيزوم "চল হায়যুম!" বলিয়া ঘোড়া হাঁকাইতেছেন, ("হায়যুম" ঘোড়ার নাম)। সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন, মোশরেক ব্যক্তি ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দেখিতে পাইলেন কোড়াঘাতের ন্যায় তাহার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার চেহারার চামড়া বিদীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ স্থানটি বিষাক্ত রং ধারণ করিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে মোসলমান ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা সত্য ঘটনা; তৃতীয় আকাশ হইতে প্রেরিত একজন ফেরেশতার দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

১৪১৬। হাদীছ:— عن رفاعة بن رافع جاء جبرئيل الى

النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ قَالَ مِنْ

اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ .

অর্থ --রেফাআ: (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা বদরের জেহাদে যোগদানকারী মোসলমানগণকে কিরূপ গণ্য করেন? নবী (দঃ) বলিলেন, তাঁহারা সর্বোত্তম মোসলমান গণ্য হইয়া থাকেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, তদ্রূপ ফেরেশতাগণের মধ্যেও বদর-জেহাদে যোগদানকারী ফেরেশতা, ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম গণ্য হইয়া থাকেন।

১৪১৭। হাদীছ:— عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبرائيل اخذ برأس فرسه عليه اداة الحرب -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-রণাঙ্গনে সুসংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ঐ দেখ, জিব্রাঈল (আঃ) (তোমাদের সঙ্গে রণ-সজ্জায়সজ্জিত হইয়া) ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছেন।

(২) বদরের জেহাদ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মোসলমানদের প্রতি আরও বিশেষ রহমত নাযেল হইয়াছিল। বদর এলাকার যে প্রান্ত মদীনার বিপরীত দিক ছিল, উহা ছিল উত্তম—উহার জমীন ছিল বসবাস ও চলাফেরার উপযোগী; প্রস্তরময়ও নহে বালুকাময়ও নহে এবং তাহার সংলগ্ন স্থানে কূপ আকারের একটি ঝরণা ছিল। পক্ষান্তরে মদিনার দিকের প্রান্ত ছিল বালুকাময় চলাফেরার অনুপযোগী, তথায় পানিরও ব্যবস্থা ছিল না।

শত্রু সেনাদল মদীনার বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ মক্কার দিক হইতে আগন্তুক এবং তাহারা পূর্বাহ্নেই সেই এলাকায় উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাহারা উত্তম প্রান্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। মোসলমানগণ সাধারণ ভাবেই দ্বিতীয় প্রান্তে অবস্থানরত হন। সেই প্রান্তে সকল রকমেরই অসুবিধা ও কষ্ট-ক্লেশ। তদুপরি অজুর জন্যও পানি পাওয়া যাইতেছিল না, কাহারও ফরজ গোসলের আবশ্যক হইলে গোসলের পানিও পাওয়া যাইতেছিল না। এইসব কারণে সকলের মনেই বিষণ্ণতার ভাব, তদুপরি শয়তান কোন কোন ব্যক্তির মনে এরূপ অছ্অছার সৃষ্টি করিল যে, তোমরাই যদি সত্য পথের পথিক ও আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হইতে তবে আজ তোমাদের ভাগ্যে এই দুর্ভোগ কেন? অথচ তোমাদের শত্রুপক্ষ পানি ইত্যাদির কারণে সচ্ছলতার স্ফূর্তি ও আনন্দে রহিয়াছে। তাহারা অপেক্ষায় আছে যে, তোমরা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অতি সহজে এই কষ্ট লাঘবের সুব্যবস্থা করা হইল। রাত্রি বেলায় প্রবল বারিপাত হইল। যদ্দরুন মোসলমানগণের বালুকাময় অবস্থান-ভূমির বালুরাশি জমাট বাঁধিয়া আরামের সহিত চলাফেরার উপযোগী হইয়া গেল। পক্ষান্তরে শত্রু সেনার অবস্থান ভূমি যাহা সাধারণ মাটির এলাকা ছিল এবং নীচু ছিল তথায় প্রবল বারিপাতের পানি জমিয়া যাওয়ার দরুন ঐ এলাকা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিলে পরিণত হইয়া

চলাফেরার অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি শত্রুসেনার এই দুর্ভোগের সুযোগে মোসলমানগণ সেই এলাকার অভিজ্ঞ ছাহাবী হোবাব ইবনুল মোনজের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শে গভীর রাত্রে শত্রুসেনার নিকটস্থ পানির প্রধান কেন্দ্রকে নিজ দখলে আনিয়া অন্যান্য পানির কূপগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

এই ব্যবস্থায় শত্রুদের সকল সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইল এবং মোসলমানগণ সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া সুখ ভোগের অধিকারী হইলেন। এই প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ.....

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিতেছিলেন তোমাদিগকে পবিত্র করার জন্য এবং শয়তানের কু-অছ্অছা তোমাদের হইতে দূরীভূত করার এবং তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য এবং (বালুর উপর চলাফেরায় সুবিধা ও রণাঙ্গনে) তোমাদের পদস্থিতির ব্যবস্থার জন্য। (৯ পারা ১৬ রুকু)

বদর-যুদ্ধে ইবলিস শয়তানের ভূমিকা ঃ

ইসলামের বৃহৎ ক্ষতি সাধন বেলায় অনেক ক্ষেত্রে ইবলিস-শয়তান মানুষ আকৃতিতে ইসলামদ্রোহীদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্ররোচিত করার এবং প্রত্যক্ষ পরামর্শ দানের বিভিন্ন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন—যেই ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই ঘটনায় ইবলিস-শয়তানের ঐরূপ ভূমিকার অনেক ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

ইসলামের অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাপারে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রুদ্ধদ্বারে গোপন পরামর্শের জন্য তাহাদের জাতীয় মিলনায়তনে একত্রিত হইল। সেই মুহূর্তে ইবলিস-শয়তান আরবের প্রসিদ্ধ এলাকা 'নজদ" নিবাসী সর্দার মানুষের আকৃতিতে তথায় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ সম্মেলন-প্রতিনিধীরা তাহাকে বাধা দিল; সে বলিল, আপনারা কি বিষয়ে পরামর্শ করিবেন তাহা আমি অবগত আছি এবং সে সম্পর্কে আমি আপনাদের উত্তম সাহায্যকারী হইব। এতদশ্রবণে তাহারা তাহাকে "শায়খে নজ্দী" নজদনিবাসী মুরব্বি আখ্যাদানে স্বাদরে বরণ করিল এবং সে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিল। আলোচনায় প্রথম প্রস্তাব এই আসিল যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে কোন নির্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। শায়খে-নজদী এই প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিল, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাহার বংশ বনু-হাসেমরা তাহাকে ছিনাইয়া নিয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব আসিল যে, তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দেওয়া হউক। শায়খে-নজদী এই প্রস্তাবেও

বাধা দিয়া বলিল, অন্য দেশে যাইয়া সে এই কাজই করিবে এবং শক্তি সঞ্চয় করিয়া তোমাদেরে আক্রমণ করার ব্যবস্থা করিবে।

অতঃপর মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবু-জহল প্রস্তাব করিল যে, তাঁহাকে হত্যা করা প্রয়োজন, কিন্তু যে কেহ একা তাঁহাকে হত্যা করিলে তাঁহার বংশধরেরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। সুতরাং মক্কা এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল গোত্র হইতে এক একজন লোক সকলে একত্রিক হইয়া এক সঙ্গে তাঁহার উপর আঘাত হানিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হউক। এমতাবস্থায় এতগুলি গোত্র হইতে প্রতিশোধ নেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না; ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে সম্মিলিত রূপে তাহা আদায় করাও সহজ হইবে। এই প্রস্তাবে ইবলিস-শয়তান—শায়খে-নজদী সমর্থন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করিল, উহা কার্যকরী করিতে সকলকে প্ররোচিত করিল। পবিত্র কোরআনে এই পরামর্শের উল্লেখেই বলা হইয়াছে—

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْيَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ۔

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُاللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ۔

"একটি স্মরণীয় মুহূর্ত—যখন কাফেররা আপনার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতেছিল; আপনাকে অবরুদ্ধ করিবে বা হত্যা করিবে কিম্বা দেশান্তর করিবে। (অবশেষে হত্যা কার্যকরী করার) তদবির তাহারা করিতে লাগিল, আর আল্লাহ (তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার) তদবির করিলেন। আল্লাহ সর্বোত্তম তদবিরকারী।" (৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

বদর-যুদ্ধ উপলক্ষেও ইবলিস-শয়তান মানুষ আকৃতিতে কাফেরদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। কোরেশদের পড়শী কেনানা গোত্র; তাহারাও বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাহাদের বিশিষ্ট সর্দার "সোরাকা।" ইবলিস-শয়তান সেই সোরাকা সর্দারের আকৃতিতে কোরায়েশ বাহিনীর মধ্যে উপস্থিত হইল এবং আবু-জহল ও হারেছা নামীয় বিশিষ্ট দলপতিদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া হাত ধরাধরিরূপে তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল! আর তাহাদেরে উত্তেজিত ও উৎসাহ দান করিয়া যাইতে লাগিল। এমনকি রণাঙ্গনেও সে দলপতিদের সহিত ঐরূপে ছুটাছুটি করিতে এবং সৈন্যবাহিনীর উৎসাহ যোগাইতেছিল। মোসলমানদের পক্ষে যখন ফেরেশতাদের অবতরণ হইল এবং ইবলিস-শয়তান তাহার নিজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ফেরেশতা দেখিতে পাইল তখন সে পলায়ন করিল। এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ

وَاِنِّىْ جَارٌلَّكُمْ۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ

بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ ۝

"একটি স্মরণীয় ঘটনা—শয়তান কোরেশ বাহিনীকে তাহাদের কার্যে প্রেরণা যোগাইতেছিল এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দানে বলিতছিল যে, আজ মোসলেম বাহিনী কেন কোন বাহিনীই তোমাদের উপর জয়ী হইতে পারিবে না। (তোমাদের শক্তি অতুলনীয়।) আমি তোমাদের সাহায্য দানে উপস্থিত আছি। (কোরেশ দলপতিরা তাহাকে কেনানা গোত্রীয় সর্দার "সোরাকা" ভাবিতেছিল; তাই এই কথার মূল্য তাহাদের নিকট অনেক বেশী ছিল এবং ইহাতে তাহারা অত্যাধিক উৎসাহবোধ করিতেছিল।) যখন রণাঙ্গনে উভয় পক্ষ মুখামুখী হইল তখন ইবলিস-শয়তান পশ্চাদমুখী পলায়ন করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম। তোমরা যাহা দেখিতেছ না (তথা ফেরেশতা) আমি তাহা দেখিতেছি। (সে মিছামিছি আরও বলিল এবং তাহাদের সঙ্গ ত্যাগের জন্য ভান করিল যে,) আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লার আজাব অতি কঠিন।" (১০ পাঃ ২ রুঃ)

বদরের জেহাদে মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা

১৪১৮। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন. আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বদরের জেহাদে যোগদানের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে) উপস্থিত করা হইলে পর আমরা (জেহাদের অনুপযুক্ত) ছোট পরিগণিত হইলাম।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে যোগদানকারীদের মধ্যে ষাট জনের কিছু অধিক ছিলেন মোহাজের এবং বাকী দুইশত চল্লিশ জনের কিছু অধিক ছিলেন আনছার—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ।

১৪১৯। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে মোসলমানদের সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ঐ পরিমাণই ছিল যে পরিমাণ "তালুৎ"-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল। ইহা সর্ববিদিত যে, তালুতের সঙ্গে শুধু খাঁটি মোমেনগণই যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু অধিক ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ— "তালুৎ"-এর ঘটনাটি কোরআন শরীফে দ্বিতীয় পারার সর্বশেষ দুইটি রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত মুছা আলাইহেচ্ছালামের যুগের পরের ঘটনা। তখন শিমবীল আলাইহেচ্ছালাম নবীর যুগ। তাঁহার উম্মতগণের উপর জেহাদ ফরজ হইল এবং জেহাদ পরিচালনার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে সৎ ও দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নত এবং এলম ও জ্ঞানে সুমহান "তালুৎ" নামক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে বাদশাহ নিয়োজিত হইলেন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর আল্লাহ তায়ালা দলীল প্রমাণে ঐ ব্যক্তির প্রাধান্য ও মহত্ব প্রমাণিত করিয়া সমস্ত লোককে তাঁহার আনুগত্যে বাধ্য করিলেন।

অতঃপর তিনি তৎকালীন "জালুৎ" নামক কাফের বাদশার বিরুদ্ধে জেহাদে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সত্তর হাজার লোক ছিল। পথিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে একটি ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন। তখন অতিশয় গরমের মৌসুম ছিল এবং ভীষণ উত্তাপ ও প্রখর রৌদ্র ছিল; দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাদের বাদশা তালুৎ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অনতিদূরেই তোমাদের সম্মুখে একটি নদী উপস্থিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা উহাকে তোমাদের পরীক্ষার বস্তু সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহার পানিতে মুখ লাগাইবে না বা অতি সামান্য—মাত্র এক অঞ্জলি পান করিবে একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার সঙ্গে জেহাদে যাইবার উপযুক্ত ও খাঁটী মোমেন সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অধিক পানি পান করিবে সে জেহাদে যোগদানের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হইবে এবং আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না।

সত্য সত্যই ঐ ভীষণ অবস্থায় তাহাদের সম্মুখে একটি নদী উপস্থিত হইল। তখন পূর্ব সতর্ককরণ সত্ত্বেও সকলেই পেট পুরিয়া ঐ পানি পানে লিপ্ত হইল এবং সেখানেই ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিল; সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না।

শুধুমাত্র তিন শত দশের কিছু অধিক—তিনশত তের সংখ্যক লোক ঐরূপে পানি পান হইতে বিরত রহিলেন এবং একমাত্র তাঁহারাই স্বীয় বাদশাহ তালুতের সহিত ঐ নদী অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন। কোথায় ছিল সত্তর হাজার আর কোথায় হইল তিন শত তের জন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটি মোমেন প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও সাহায্য লাভ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অলৌকিকরূপে শত্রু পক্ষের স্বয়ং বাদশাহ জালুৎ রণাঙ্গনে নিহত হইল এবং মুষ্টিমেয় লোকের মোকাবেলায় বিরাট শত্রু সেনাদল পরাজিত হইল।

ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) উল্লিখিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, বদরের জেহাদে যোগদানকারী মোসলমানদের সংখ্যা ঠিক ঐ পরিমাণই ছিল যেই পরিমাণ লোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাঁটি মোমেন সাব্যস্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় তিনশত দশ জনের কিছু অধিক ছিলেন এবং খাঁটি মোমেন ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও সাহায্য লাভ করতঃ বিরাট শত্রু সেনাদলকে পরাজিত করিয়া জয় ও সাফল্য লাভ করিতে সমক্ষ হইয়াছিলেন। বদরের জেহাদে মোসলমানদের সংখ্যা এবং অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ ঃ

রমজান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার দিন, আজ বদরের ময়দানে মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। একটি উঁচু টিলার উপর একটি তাঁবু বা শিবির তৈয়ার করা হইয়াছে; তথা হইতে রণাঙ্গনের সমুদয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাল্ল আলাইহে অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া সেই শিবিরে অবস্থানরত। মদীনার প্রধানতম সর্দার সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই শিবির পাহারা দিতেছেন।

এদিকে রণাঙ্গনের দুই প্রান্তে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ রূপে রণাঙ্গনে অবতরণে প্রস্তুত। সর্বপ্রথম কাফের শত্রু দলের মধ্যে হইতে রবিয়ার দুই পুত্র—(১) শায়বা ও (২) ওত্‌বা এবং ওত্‌বার পুত্র—(৩) অলীদ এই তিন ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে হুঙ্কার মারিয়া ময়দানের মধ্যস্থলে চলিয়া আসিল এবং মোসলমানদের প্রতি যুদ্ধে অবতরণের হাঁক দিল। তৎক্ষণাৎ মোসলমানদের পক্ষ হইতে আনছার—মদীনাবাসী তিন জন যুবক ছাহাবী তাহাদের প্রতিউত্তরে অগ্রসর হইলেন—আফ্‌রা (রাঃ) নাম্নী ছাহাবীয়ার দুই পুত্র—(১) আউফ (রাঃ), (২) মোয়াজ (রাঃ) এবং (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। কাফেররা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাঁহারা গর্বভরে স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, আমরা মদীনার আনছার দল। কাফেরা বলিল, আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আসি নাই। এই বলিয়া তাহাদের একজন চীৎকার করিল, হে মোহাম্মদ! আমাদের সমকক্ষ ও বংশধরগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করুন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় চাচা হাম্‌যা (রাঃ) ও চাচাত ভাই আলী (রাঃ) এবং ওবায়দা (রাঃ)কে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশক্রমে তাঁহারা রণে ঝাপাইয়া পড়িলেন। ওবায়দা (রাঃ) ওত্‌বা ইবনে রবিয়ার প্রতি, হাম্‌যা (রাঃ) শায়বা ইবনে রবিয়ার প্রতি এবং আলী (রাঃ) অলীদ ইবনে ওতবার প্রতি আক্রমণ চালাইলেন। আল্লাহ তায়ালার দ্বীন—ইসলামের জন্য জেহাদের সর্বপ্রথম দৃশ্য ইহা এবং (বোধ হয়) এই তিন জনের মধ্যে আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম আক্রমণকারী ছিলেন। আলী (রাঃ) সেই দৃশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন।

১৪২০। হাদীছ ঃ— আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিতেন, খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে নালিশ দায়ের করার সুযোগ হইবে তখন আমি (এই উম্মতের) সর্বপ্রথম নালিশ দায়েকারী হইব। (এই শ্রেণীর সংগ্রামের সর্বপ্রথম যোদ্ধা তিনি)।

১৪২১। হাদীছ ঃ— বিশিষ্ট ছাহাবী আবু জর গেফারী (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেন, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ "এই দুইটি সংগ্রামকারী দল তাহাদের বিরোধ

হইতেছে—তাহাদের স্বীয় সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে"। উক্ত আয়াতে যেই দুইটি দলের উল্লেখ হইয়াছে উহার একটি হইতেছে—(১) হাম্‌যা (রাঃ), (২) আলী (রাঃ), ও (৩) ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ) এবং অপরটি হইতেছে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী (১) ওত্‌বা, (২) শায়বা ও (৩) অলীদ ইবনে ওত্‌বা; যাহারা বদরের রণাঙ্গনে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল।

উল্লিখিত ছয় জনের সংগ্রামে মুহূর্তের মধ্যেই হাম্‌না (রাঃ) স্বীয় প্রতিদ্বন্দী শায়বা ইবনে রবিয়াকে এবং আলী (রাঃ) স্বীয় প্রতিদ্বন্দী অলীদকে হত্যা করিতে সমর্থ হন। ওবায়দা (রাঃ) ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ওত্‌বা তাহাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলিতে থাকে এবং উভয়েই আহত হয়। হাম্‌যা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দীকে খতম করিয়া ওবায়দা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন এবং ওতবাকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ওবায়দা (রাঃ)কে মারাত্মকরূপে আহত অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে নিয়া আসা হইল। তাঁহার পায়ের নলা কাটিয়া গিয়াছিল, হাড়ের ভিতরের মগজ বহিয়া পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—اشهيد انا يا رسول الله

ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি কি শহীদ গণ্য হইব? হযরত (দঃ) বলিলেন—হাঁ নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে ওবায়দা (রাঃ) একটি বয়েতও বলিয়াছিলেন—

انسلمه حتى نصرع حوله — ونذهل عن ابنائنا والحلائل

"আমরা নিজ নিজ পরিবার পরিজনকে, সন্তান-সন্ততিকে এবং সব কিছুর মায়াকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া নিজকে আল্লার রসুলের চরণে বিলাইয়া দিয়াও তাঁহার সমর্থন করিয়া যাইব—তাঁহাকে শত্রুর কবলে ফেলিয়া পশ্চাদপদ হইব না।" অতঃপর তিনি আরও দুইটি বয়েত রচনা করতঃ আবৃত্ত করিলেন—

ان يقطعوا رجلى فانى مسلم — ارجى به عيشا من الله عاليا

"শত্রুপক্ষ আমার পা কাটিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু (আমি তাহাতে মোটেই দুঃখিত নহি, কারণ) আমি মোসলমান (দ্বীন-ইসলামের পথে আমি এই আঘাত বরণ করিয়াছি,) আমি এই কার্যের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট বহু উন্নত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন জীবন লাভের আশা পোষণ করিতেছি।"

والبسنى الرحمن من فضل منه — لباسا من الاسلام فطى المساويا

"করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিজ করুণাবলে ইসলামের ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, যদ্দারা আমার পূর্বকৃত সমুদয় পাপ মোচন হইয়া দিয়াছেন।"

পাঠকবর্গ! ওবায়দা (রাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে যেই উদ্দেশ্য ও মনোভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন উহার দ্বারাই জেহাদ-ফি-ছাবিলিল্লার তাৎপর্য্য অনুভূত হয় এবং জেহাদ ও জাগতিক স্বার্থের যুদ্ধ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য প্রমাণিত হয়।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়টি এই দৃশ্য ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের পরস্পর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। শত্রু পক্ষ প্রতিশোধের মনোভাবে উন্মাদ হইয়া উঠিল। মোসলমানগণও বিজয়ের সূচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রতিরোধ ও শত্রু নিপাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এইরূপে উভয় পক্ষ দলবদ্ধরূপে সম্মিলিতভাবে পরস্পর তীব্র আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালাইতে লাগিল। এক হাজার শত্রুসেনা মুষ্টিমেয় তিন শত মোসলেম বাহিনীর উপর এক সঙ্গে হিংস্র পশুর ন্যায় লাফাইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) শিবিরে বসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। সময়ে রণক্ষেত্রের আবশ্যকীয় আদেশাবলীও দিতে ছিলেন।

১৪২২। **হাদীছ**ঃ—আবু উসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, শত্রুরা নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিলে (তথা তীরের পাল্লায় আসিলে পর) তীর নিক্ষেপ করিবে। (দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করতঃ) তীরের অপচয় করিবে না।

● যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক মুষ্টি ধুলিকঙ্কর উঠাইলেন এবং شاهت الوجوه —"চেহারা সমূহ ধ্বংস হউক" বলিয়া শত্রুদলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের শান—এক সহস্র শত্রুর কোন একজনও রেহাই পাইল না যাহার চোখে পাথরের কঙ্কর প্রবেশ না করিল। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উক্ত ঘটনা সম্পর্কেই বলিয়াছেন- وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى "আপনি যখন (ধুলিকঙ্কর) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন বস্তুতঃ আপনি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

শত্রু সেনারা চোখ কচ্‌লানোর মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; ইত্যবসরে মোসলমানগণ তাহাদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন। মূল দলপতি আবু জহল এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ সত্তর জন নিহত হইয়া গেল, সত্তর জন বন্দী হইল; অবশিষ্টরা হতভম্ব হইয়া পলায়নের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এইরূপে বিরাট শক্তিশালী শত্রুদলের পরাজয়ের উপর বদর-জেহাদের সমাপ্তি ঘটিল।

যুদ্ধের ফলাফল ঃ

বদরের জেহাদ উপলক্ষে মোসলমানের পক্ষে চৌদ্দজন লোক শহীদ হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় লোক এরূপও ছিলেন যাঁহারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থায় শহীদ হইয়াছিলেন না, বরং অজ্ঞাত বা অপ্রস্তুতাবস্থায় শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের কবলে পতিত হইয়া শহীদ হইয়াছিলেন। আর কতক এরূপ ছিলেন যাঁহারা রণাঙ্গণে আহত হইয়াছিলেন অতঃপর সেই আঘাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন। যেমন ওবায়দা (রাঃ)—তিনি প্রথমে আহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ অবসানের তিন দিন পর রণ এলাকা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে

"ছাফরা" নামক স্থানে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। উক্ত চৌদ্দ জনের মধ্যে ছয় জন ছিলেন মোহাজের এবং আট জন আনছার মোসলমানগণের পক্ষে কেহ বন্দী হন নাই।

শত্রু দল—মোশরেকদের পক্ষে রণাঙ্গনের মধ্যেই সত্তর জন নিহত হয়। তন্মধ্যে মক্কার অন্যতম প্রধান, ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রু আবু জহল ও উমাইয়া সকলেই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং সকলেই নিহত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সত্তর জন বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস এবং জামাতা আবুল আছ্‌ও ছিলেন।

১৪২৩। **হাদীছ ঃ**— আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোরায়শ গোত্রীয় অতিশয় দুষ্কৃতিকারী—শায়বা, ওতবা, অলীদ এবং আবু জহলের প্রতি অভিশাপ করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি শপথ করা পূর্বক সাক্ষ্য দিতেছি—ঐ নামীয় ব্যক্তিদেরকে বদরের রণাঙ্গনে নিহত হইয়া বিকৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। বদরের জেহাদের দিনটি ভীষণ উত্তপ্ত দিন ছিল, তাই মৃতদেহগুলি অল্প সময়েই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

আবু জহল নিহত হওয়ার ঘটনা ঃ

১৪২৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু জহলের অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ বলিলেন, আবু জহলের কি অবস্থা তাহা কেহ তদন্ত করিয়া আসিতে পার কি? তখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উহার খোঁজে বাহির হইলেন এবং একস্থানে তাহাকে পতিত দেখিতে পাইলেন। মদীনাবাসী আফরা (রাঃ) নাম্নী ছাহাবীয়ার যুবক পুত্রদ্বয় ভীষণ আঘাতে আহত করিয়া তাহাকে মুমূর্ষ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নিকটে আসিলেন এবং তাহার দাড়ি ধরিয়া (তাহার চেতনা আনিলেন এবং গর্দানের উপর পা রাখিয়া) বলিলেন, তুই-ইত সে আবু জহল? (হে আল্লার দুশমন! আজ আল্লাহ তায়ালা তোকে সঠিকরূপে অপদস্থ করিয়াছেন।) আবু জহল উত্তর করিল, (আমি কি অপদস্থ হইয়াছি) নিহতদের মধ্যে আমার তুল্য সর্দার কেহ আছে কি? অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রঃ) তাহার মাথা কাটিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলেন।

১৪২৫। **হাদীছ ঃ**— আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে যখন সকলকে সারিবদ্ধাকারে প্রস্তুত করা হইল তখন আমি আমার ডানে বামে তাকাইলাম এবং উভয় পার্শ্বেই দুইটি যুবক—ছেলে বয়সের লোক দেখিতে পাইলাম। এতদ্দৃষ্টে আমি নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারিলাম না। (কারণ, রণাঙ্গনে শক্তিশালী

লোকদের মধ্যে থাকিতে পারিলে তাহা এক প্রকার নিরাপদ অবস্থা গণ্য হইয়া থাকে।) এমতাবস্থায় হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজন হইতে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে আমাকে কানে কানে বলিল, আবু জহল কোন্ লোকটি তাহা আমাকে দেখাইয়া দিবেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু জহলকে চিনিতে পারিলে তুমি কি করিবে? সে উত্তর করিল, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই অঙ্গিকার করিয়াছি যে, সে আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আমি তাহাকে হত্যা করিব, কিম্বা সেই চেষ্টায় নিজে মৃত্যু বরণ করিব। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে দ্বিতীয় যুবকটিও ঐরূপে নিজ সঙ্গী হইতে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে আমার কানে কানে ঐরূপ উক্তিই করিল। এতচ্ছ্রবনে আমি তখন ঐ যুবকদ্বয়ের কারণে এত অধিক সন্তুষ্ট হইলাম যে, দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হইতাম না।

অতঃপর আমি আবু জহলকে দেখিতে পাইয়া ঐ যুবকদ্বয়কে তাহার প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইলাম। যুবকদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বাজের ন্যায় ক্ষিপ্ততার সহিত উড়িয়া ছুটিল। এবং মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে ভীষণ আঘাতে ধরাশায়ী করিল।

ঐ যুবকদ্বয় মদীনবাসী আফরা (রাঃ) নাম্নী মহিলার দুই পুত্র মোয়ায এবং মোয়াওয়ায। (তাঁহার আরও পাঁচটি ছেলে—মোট সাতটি ছেলে বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।) আবু জহল মদীনাবাসী লোকের হাতে মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, কৃষক ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে মৃত্যু ঘটিলে ভাল হইত (মদীনা কৃষি প্রধান দেশ—তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক ছিল।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আবু জহলের হত্যাকারীরূপে বিভিন্ন হাদীছে চার জনের নাম পাওয়া যায়। (১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (২) মোয়াজ ইবনে আফ্‌রা (৩) মোয়াওয়ায ইবনে আফ্‌রা (৪) মোয়াজ ইবনে আমর-ইবনুল জমুহ। শেষোক্ত নামটি বোখারী শরীফ ৪৪৪ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে। সেই হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে, ২ এবং ৪নং যুবকদ্বয় আবু জহলকে ধরাশায়ী করিয়া উভয়ে সানন্দে হযরতের নিকট সুসংবাদ নিয়া ছুটিয়া আসিল। হযরত (দ.) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে? তাহারা উভয়ে দাবী করিল, আমি হত্যা করিয়াছি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের তরবারি তাহার খুনের রক্ত হইতে পরিষ্কার করিয়াছ কি? তাহারা বলিল, না। হযরত (দঃ) উভয়ের তরবারি দেখিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই হত্যায় অংশ-গ্রহণকারী। অতঃপর আবু জহলের পরিধেয় মূল্যবান লৌহবর্ম লৌহ-শিরস্ত্রান ইত্যাদি ৪নং যুবককে পুরস্কার দিলেন। অতএব মনে হয় ৪নং যুবকই আবু জহলকে ভূলুণ্ঠিতকারী মূল আঘাত করিয়াছিল; ২ ও ৩ নং যুবকদ্বয়ও ছোটখাট আঘাত করায় অংশীদার ছিল, আর ১নং ছাহাবী আসিয়া ধরাশায়ী মুমূর্ষ আবু জহলের মাথা কাটিয়াছিলেন।

● নিহত আবু জহলের পরিধেয় চিজ-বস্তুগুলি হযরত (দঃ) হত্যাকারীকে পুরস্কার দিয়াছিলেন; আর তাহার উটটি বিশিষ্ট উট ছিল, উহার নাকে রৌপ্যের কড়া ছিল; সেই উটটি হযরত (দঃ) নিজে গ্রহণ করিয়া উহাকে পোষিয়া রাখিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধের চার বৎসর পর ষষ্ঠ হিজরী সনে হযরত (দঃ) যখন সর্বপ্রথম মদীনা হইতে মক্কায় ওম্‌রাব্রত সমাপনে যাইতেছিলেন তখন ঐ উটটিকে মক্কায় আল্লার নামে কোরবাণী করার জন্য নিয়াছিলেন।

আবু জহলের তরবারিটিও হযরত (দঃ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাই হযরতের প্রসিদ্ধ "জুল-ফাকার" নামীয় তরবারি। হযরত দুনিয়া ত্যাগের পূর্বে উক্ত তরবারি আলী (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তাঁহার পরে উহা হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যবহারে ছিল। ঐতিহাসিক কারবালার জেহাদে উহা তাঁহার হস্তে ছিল। তিনি শহীদ হইলে পর ঐ তরবারিখানা তাঁহার নাবালক পুত্র জয়নুল-আবেদীনের হস্তগত হইয়াছিল যাহার উল্লেখ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৪২৬। **হাদীছ**ঃ— হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আলী—জয়নুল আবেদীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শহীদ হওয়ার পর এযীদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা তথা হইতে যখন মদীনায় উপনীত হইলেন তখন বিশিষ্ট ছাহাবী মেসওয়ার (রাঃ) তাঁহার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশে বলিলেন, আপনাদের কোন প্রয়োজন থাকিলে আমাকে আদেশ করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এখন কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তলোয়ারখানা আপনাদের নিকট রহিয়াছে, উহা আমার নিকট দিয়া দিন; আমার ভয় হয়, লোকেরা উহা আপনার হাত হইতে ছিনাইয়া নিবে। কসম খোদার উহা আমার নিকট থাকিলে যাবৎ আমার জান থাকিবে কেহ উহার নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস পাইবে না। (৪৩৮ পৃঃ)

উমাইয়া ইবনে খলফের মৃত্যু ঃ

উমাইয়া-ইবনে খলফও মক্কার একজন সর্দার ছিল। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পূর্বে তাহারই ক্রীতদাস ছিলেন। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল সেই সব অত্যাচারের পরিচালক ছিল এই উমাইয়া-ইবনে-খলফ। তাহার মর্মান্তিক অত্যাচারে জর্জরিত ও হৃদয়বিদারক অবস্থায় পতিত বেলাল (রাঃ)কে অতঃপর আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আযাদ ও মুক্ত করিয়াছিলেন।

১৪২৭। **হাদীছ**ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া ইবনে খলফের সঙ্গে আমি এইরূপ একটি চুক্তি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার মক্কাস্থিত

ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সে করিবে এবং মদীনাস্থিত তাহার ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমি করিব। যখন এই চুক্তিপত্র লিখিত হইতেছিল তখন আমার ইসলামী নাম আবদুর রহমান লিখিতে সে আপত্তি উত্থাপন করিল এবং বলিল, আমরা "রহমান" কে জানি না। আপনাকে পূর্বের নাম লিখিতে হইবে। আমি বাধ্য হইয় আমার পূর্ব নাম "আবদু-আমর" লিখিলাম।

(তাহার সঙ্গে আমার একটি চুক্তি থাকায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল।) বদর রণাঙ্গনে শত্রু পক্ষের দলে সেও উপস্থিত ছিল। (রণাঙ্গনের ভীতিহ অবস্থা দৃষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষার্থে) তাহাকে লুকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলা— যখন সকলে নিদ্রামগ্ন ছিল তখন আমি তাহাকে লইয়া পাহাড়ী এলাকার দিকে যাইতে লাগিলাম, বেলাল (রাঃ) তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ফেলিলেন এবং তিনি দ্রুত একদল মদীনাবাসী ছাহাবীর নিকট পৌছিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন যে, উমাইয়া ইবনে-খলফের দিকে ছুটিয়া চলুন; উমাইয়া ইবনে খলফের ন্যায় দুষ্কৃতিকারী আজিকার দিনে রক্ষা পাইলে আমার জীবন বৃথা। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ডাকে একদল আনছার ছাহাবী সাড়া দিলেন এবং তাঁহারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

আমি যখন দেখিলাম—তাহারা আমাদের নিকটবর্তী আসিয়া পৌছিয়াছেন তখন আমি আমাদের তৃতীয় সঙ্গী উমাইয়া ইবনে-খলফের পুত্রকে পিছনে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম, তাঁহারা ইহাকে হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হইবে, কিন্তু তাঁহারা উহাকে হত্যা করিয়া পুনঃ আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। উমাইয়া অতিশয় মোটা ছিল; দ্রুতবেগে চলিতে পারিত না। অবশেষে তাঁহারা আমাদিগকে পাইয়া ফেলিলেন। আমি কোন গতিক না দেখিয়া উমাইয়াকে বলিলাম, তুমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়। অতঃপর আমি নিজ দেহ দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া লইলাম, যেন তাঁহারা তাহাকে আঘাত করার সুযোগ না পায়, কিন্তু তাঁহারা তলদেশে তরবারি ঢুকাইয়া তাহাকে আঘাত করতঃ মারিয়া ফেলিলেন।

নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে. ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে রাত্রিবেলা রাণঙ্গনের বিভিন্ন স্থানকে নির্দিষ্ট করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, هذا مصرع فلان غدا انشاء الله ইনশা-আল্লাহ ইহা আগামীকল্য অমুকের নিহত হওয়ার স্থান هذا مصرع فلان ইহা অমুকের নিহত হওয়ার স্থান। এইরূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নামে এক একটি স্থান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দেখাইয়া দিলেন।

ওমর (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশিত স্থানসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রমও ঘটে নাই।

যুদ্ধের পর ঃ

১৪২৮। হাদীছ ঃ—আবু তাল্‌হা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যুদ্ধ শেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুদলের নিহতদের মধ্য হইতে সরদার শ্রেণীর চৌদ্দ জন লোকের লাশকে নিকটস্থিত গর্তাকারের একটি কদর্য কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। সেমতে উক্ত লাশসমূহ কূপে নিক্ষিপ্ত করা হইল। অতঃপর হযরত (দঃ) বদর-ময়দানে তিন দিন অবস্থান করিলেন; সাধারণতঃ যুদ্ধ জয়ের পর রণক্ষেত্রে হযরত (দঃ) তিন দিন অবস্থান করিতেন।

তৃতীয় দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় যানবাহনকে প্রস্তুত করার আদেশ করিলেন, এবং পদব্রজে অগ্রসর হইলেন; ছাহাবীগণ তাঁহার সঙ্গেই আছেন। সকলেরই ধারণা, তিনি কোন উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ঐ কূপের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলেন যেই কূপের মধ্যে কাফেরদের লাশ স্তূপকৃত ছিল। অতঃপর তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নাম ও তাহাদের পিতার নাম উল্লেখ পূর্বক এক একজন করিয়া এইরূপে ডাকিলেন—

"হে অমুকের পুত্র অমুক! এখনত নিশ্চয় অনুভব করিতেছ যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ফরমাবরদারী ও আনুগত্য তোমাদের জন্য চরম ও পরম সন্তুষ্টি লাভের বস্তু ছিল। আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতেছি, আমাদের সম্পর্কে প্রভু-পরওয়ারদেগারের সমুদয় প্রতিশ্রুতি আমরা বাস্তবায়িত পাইয়াছি। তোমাদের সম্পর্কে প্রভু-পরওয়ারদেগারের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তাহা কি তোমরা বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছ?" ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ!

مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا

"আত্মাহীন দেহসমূহকে আপনি কি অর্থে সম্বোধন করিতেছেন?"

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ

لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونَ ○

"যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার হস্তে আমি মোহাম্মদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বক্তব্যকে তোমাদের তুলনায় তাহারা কম শ্রবণ করিতেছে না। অবশ্য তাহারা উত্তর দানে অক্ষম।"

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত কাফের সরদারগণকে যে প্রশ্নবোধক উক্তি দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন উহা কোরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃত। ছুরা আ'রাফের মধ্যে উহা বেহেশত ও দোযখবাসীদের প্রশ্নোত্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে—

وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا

حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ـ قَالُوْا نَعَمْ.....

অর্থ—বেহেশতবাসীগণ দোযখীদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতিশ্রুতি সমূহকে বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছি, তোমরাও প্রভু-পরওয়ারদেগারের ভীতিজনক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছ কি-না? তাহারা উত্তর করিবে, হাঁ—সব কিছুই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে এক চীৎকারকারী (ফেরেশতা) চীৎকার করিবেন, আল্লার অভিশাপ স্বৈরাচারীদের উপর যাহারা আল্লার দ্বীন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকিত এবং উহার মধ্যে দোষ-ত্রুটি আবিষ্কারের সন্ধানে থাকিত এবং তাহারা আখেরাতকে অস্বীকার করিত। (৮ পাঃ ১২ রুঃ)

● মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। আয়েশা (রাঃ) এবং বহু বিশিষ্ট তাবেঈগণের মত এই যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণশক্তি রাখে না, তাই সে শুনিতে পারে না। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশ্নের উত্তরে মৃত কাফেরগণের শ্রবণ করা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা বলিয়াছেন সেই সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) এই স্থানে দুইটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(১) বিশিষ্ট তাবেঈ কাতাদা (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় সম্বোধিত কাফেররা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি শ্রবণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা মৃতদের সাধারণ অবস্থা নহে, বরং ঐ নিহত কাফেরগণকে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও ভর্ৎসিত করার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি শ্রবণের শক্তি তাহাদিগকে সাময়িকরূপে আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছিলেন। (২) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিরাছেন, এই স্থানে শ্রবণ করা অর্থ অনুভব ও উপলব্ধি করা।

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে ঃ

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিজয়ীরূপে গণিমতের মাল তথা রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ও বন্দিগণ সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিলেন। বন্দীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি ইসলামের ও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এরূপ ঘোর শত্রু এবং প্রকাশ্যে কুৎসা রটনাকারী ছিল যে, তাহাদের সংশোধনের সম্ভাবনা মোটেই ছিল না; পথিমধ্যেই তাহাদের উভয়কে প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেই গণিমতের মালকে আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে রসুলুল্লাহ (দঃ) বণ্টন করিলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিককে পদাতিকের দ্বিগুণ দেওয়া হইল এবং যাঁহারা

এরূপ ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশে কোন কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, যেমন—ওসমান (রাঃ), এইরূপ লোকদিগকেও গণিমতের অংশ দেওয়া হইল।

১৪২৯। **হাদীছ ঃ**— যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদ উপলক্ষে মোহাজেরগণের পক্ষে গণিমতের মাল সর্ব-মোট একশত ভাগ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ— গণিমতের মালসমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোহাজের যোদ্ধাগণের জন্য একশত ভাগ গণ্য করা হয়। গণিমতের মাল হইতে জাতীয় ধন-ভাণ্ডার—বায়তুল মালের জন্য এক পঞ্চমাংশ রাখার বিধানানুসারে ঐ একশত ভাগ হইতে কুড়ি ভাগ বায়তুল মালের জন্য থাকে। রণক্ষেত্রে শুধুমাত্র তিনটি ঘোড়া ছিল যাহা একমাত্র মোহাজেরগণেরই ছিল, সেই অশ্বারোহী সৈনিকগণকে ঘোড়া বাবদ অতিরিক্ত তিন অংশ দেওয়া হয়। রণক্ষেত্রে উপস্থিত মোহাজেগণের সংখ্যা ছিল ষাটের উর্দ্ধে এবং কতেকজন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশক্রমে অন্য কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, উভয় রকমের সর্ব-মোট সংখ্যা ছিল সাতাত্তর,* তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক অংশ দেওয়া হয়, এইরূপে মোহাজেরগণের পক্ষে একশত ভাগ পরিগণিত হয়। (৭৭+২০+৩=১০০)

১৪৩০। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদর-জেহাদের গণিমতের মাল হইতে আমার অংশে আমি একটি উট পাইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন (আমার অত্যন্ত জরুরত ছিল বলিয়া) সাধারণ জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের অংশ হইতে আমাকে অপর একটি উটও দেওয়া হয়। (বদর-জেহাদের পূর্বেই নবী-কন্যা ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় হইয়াছিল)। জেহাদ হইতে আসিয়া নবী-কন্যাকে আমার গৃহে আনিবার ইচ্ছা করিলাম। এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি এক ইহুদী কর্মকারের সঙ্গে এই চুক্তিতে শরীক হইলাম যে, আমরা উভয়ে জঙ্গল হইতে এজ্‌খের (এক প্রকার উদ্ভিদ যাহা কর্মকারগণ জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে) বহন করিয়া আনিব এবং উহা কর্মকারগণের নিকট বিক্রি হইবে। আমার উদ্দেশ্যে এই যে, ঐ আয়ের দ্বারাই আমি বিবাহের অলিমার ব্যবস্থা করিব।

একদা ঐ কার্য্যে যাত্রা করিবার জন্য স্বীয় উটদ্বয়কে অন্য এক মদীনাবাসী ছাহাবীর গৃহের পার্শ্বে বাঁধিয়া আমি দড়ি, বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে ছিলাম। ঐ সবের ব্যবস্থা করিয়া উটদ্বয়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম, উটদ্বয় মৃত; কে বা কাহারা উহাদের পিঠের কুঁজ কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলিজা ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

---

* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক এই সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। (ফৎহুল-বারী)

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আমার চোখের পানি শামলাইতে পারিলাম না, দর দর করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। আমি নিকটস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কার্য্য কে করিয়াছে? সকলেই উত্তর করিল, হামযা (রাঃ) করিয়াছেন, তিনি ঐ নিকটবর্তী ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ঐ ঘরের মধ্যে একদল মদীনাবাসী ছাহাবীর সঙ্গে তিনি মদ্য পান করিতেছিলেন ❋ তিনি জ্ঞানহীন অবস্থায় এক গায়িকার উস্কানিতে উত্তেজিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন।

আলী (রাঃ) বলেন, এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট তাঁহার পোষ্য যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) ছিলেন। আমার বাহ্যিক নিষণ্ণতা দৃষ্টে হযরত (দঃ) আমার আন্তরিক দুঃখের কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে? আমি উত্তরে বলিলাম, আজিকার ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনার সম্মুখীন আমি কখনও হই নাই; এই বলিয়া হামযার কার্য্যের বিবরণ দিলাম এবং বলিলাম, তিনি নিকটবর্তী একটি গৃহেই আছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে একটি চাদর আনাইলেন এবং উহা গায়ে দিয়া হামযার (রাঃ) অবস্থানের দিকে চলিলেন; যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এবং আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। উক্ত গৃহের দ্বারে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি ভিতরে গেলেন এবং হামযা (রাঃ)কে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। হামযা (রাঃ) কিন্তু তখনও জ্ঞানশূন্য, তাই তিনি রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই ত আমার পিতার আমলের চাকর। হযরত (দঃ) অনুভব করিতে পারিলেন, হামযা এখনও জ্ঞানশূন্য; তাই তিনি চলিয়া আসিলেন, আমরাও চলিয়া আসিলাম।

বিজয়ের সংবাদ মদিনায় :

হযরত (দঃ) এবং মোসলেম বাহিনীর জন্য মদীনায় নিশ্চয় উৎকণ্ঠা ছিল; তাই হযরত (দঃ) বিজয় সংবাদ মদীনায় দ্রুত পৌঁছাইবার জন্য স্বীয় পোষা পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে হযরতের নিজস্ব বাহন "আল-কাছোয়া" দিয়া এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে সঙ্গে দিয়া বার্তাবাহী অগ্রদূতরূপে পাঠাইয়া দিলেন। মদীনার সর্বত্র যথাসম্ভব সত্ত্বর সুসংবাদ ছড়াইবার উদ্দেশ্যে দূতদ্বয় মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া দুইজন দুই প্রান্তের পথ ধরিলেন। আবদুল্লাহ মদীনার উপকণ্ঠ-পথ ধরিলেন; আর যায়েদ সোজা মদীনার প্রাণকেন্দ্রের পথে অগ্রসর হইলেন।

❋ ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের—তখনও মদ্যপান, গান-বাদ্য, বেপর্দা মেলামেশা হারাম হইয়াছিল না, তাই তখন মোসলমানগণও মদ্যপান করিতেন এবং গায়িকার গান শুনিতেন।

হযরতের ব্যক্তিগত যানবাহনের উপর যায়েদ উপবিষ্ট—হযরত নহেন; দুর হইতে ইহুদী ও মোনাফেকরা এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল যে, মোসলমানদের দফারফা—তাহাদের নবী নিহত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার যানবাহন তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য লোককে নিয়া আসিবে কেন? কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের মিথ্যা আনন্দ হাওয়ায় মিশিয়া গেল; যায়েদ (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, হে মদীনাবাসী মোসলমানগণ! সুসংবাদ শ্রবণ কর—কোরায়েশদিগকে আল্লাহু তায়ালা মোসলমানদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছেন।

যায়েদ-পুত্র উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময় আমি আমার আব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছেন। আর তিনি বয়ান দিতেছেন, ওত্‌বা শায়বা, ওলীদ, আবু জহল, উমাইয়া-ইবনে-খলফ তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। এই কথা আমি আমার মনকে বিশ্বাস করাইতে পারিতে ছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বা! ইহা কি বাস্তবিক? তিনি বলিলেন, বৎস! নিশ্চয় ইহা সত্য সংবাদ।

বন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন:

রণাঙ্গনে মোসলমানদের বিজয়ের সংবাদ পূর্বাহ্ণেই হযরত (দঃ) যায়েদ ইবনে হায়েছা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ছাহাবীদ্বয় মারফৎ মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর মুজাহেদ ছাহাবীগণ বন্দীদেরকে লইয়া মদীনায় পৌছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও একদিন পর মদীনায় পৌছিলেন। তিনি মদীনায় পৌছিয়া বন্দীদের সাময়িক সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য এক একজন ছাহাবীর দায়িত্বে ২।৩ জন করিয়া বন্দী বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর ছাহাবীগণের সঙ্গে বন্দীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পরামর্শ করিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, বন্দীরা আমাদেরই ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সৎপথের পথিক করিয়া আমাদের সহায়তাকারী বানাইয়া দিতে পারেন। এদিকে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ধনের প্রয়োজন; তাই আমি ভাল মনে করি, তাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। ওমর ফারুক (রাঃ) বলিলেন, যাহা আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন আমি কিন্তু উহা উত্তম মনে করি না। আমি উত্তম মনে করি এই যে, তাহাদের সকলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক: এইরূপে যে, আমি আমার আত্মীয় অমুককে নিজ হস্তে হত্যা করিব। আলী (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতা আকীলকে নিজ হস্তে কতল করিবেন। হামযা (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতাকে কতল করিবেন। এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়কে নিজ হস্তে কতল করিয়া প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিবে যে, যাহারা আল্লাদ্রোহী আত্মীয় হইলেও তাহাদের প্রতি আমাদের অন্তরে মায়া-মমতা নাই (যোরকানী)। শেষ পর্য্যন্ত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিদ্ধান্ত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতের

অনুকূলে হইল এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক বন্দীর বিনিময় হার চারি হাজার দেরহাম (রৌপ মুদ্রা) নির্দ্ধারিত করা হইল। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশী-কমও করা হইল, এমনকি শিক্ষিত অক্ষমের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন যে, দশজন মোসলমানকে লেখা শিক্ষা দিবে অতঃপর সে মুক্ত হইতে পারিবে।

এইরূপে বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে অর্থ আদায় করতঃ উহা ভোগ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত ছিল যে, এই উম্মতের জন্য ইহা হালাল করা হইবে, কিন্তু তখনও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ আসিয়াছিল না। সেই জন্য অর্থের বিনিময়ে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া এবং সেই অর্থ ভোগ করার রীতি অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ.....

অর্থ—প্রাথমিক পর্য্যায়ে রক্ত প্রবাহিত করতঃ শত্রুর মূল উচ্ছেদ এবং ইসলামের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে বন্দীদেরকে মুক্তিদানের পন্থা অবলম্বন করা নবীর জন্য সমীচীন হয় নাই। তোমরা দুনিয়ার আশু ফলের দিকে এবং ক্ষণস্থায়ী টাকা-পয়সার দিকে দৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি সব সময় স্থায়ী ফলের দিকে এবং পরিণাম ফলের দিকে অর্থাৎ আখেরাতের উন্নতির দিকে। আল্লাহ তায়ালা (স্বীয় কুদরতের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে) সব কিছুই করিয়া ফেলিতে পারেন, (কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তাহা করেন না, কারণ) তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী। (তাই তিনি কার্য্য-কারণযুক্ত জগতে আখেরাতের উন্নতিও কার্য্য-কারণের পথে মোসলমানদের মধ্যেমেই প্রতিষ্ঠা করিতে চান।)

তোমরা যেই নীতি অনুসারে (বন্দীদের নিকট হইতে) ধন হাসিল করিয়াছ এই উম্মতের জন্য উহা হালাল করা হইবে বলিয়া পূর্ব হইতেই আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত না থাকিলে এইরূপে অর্থ গ্রহণ করায় তোমাদের উপর ভীষণ আজাব নামিয়া আসিত। (এখন তোমাদের জন্য ঐ অর্থকে গণিমতের মাল গণ্য করতঃ উহা তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করা হইতেছে।) অতএব তোমরা গণিমতরূপে যাহা লাভ করিয়াছ উহা পবিত্র ও হালালরূপে ব্যবহার করিতে পার, এখন অনুমতি দেওয়া হইতেছে। (১০ পাঃ ৫ রুঃ)

উক্ত আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাঁদিতে লাগিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, আজাব নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আজাব নামিয়া আসিলে ওমর ভিন্ন আর কেহ আজাব হইতে রেহাই পাইত না।

উল্লেখিত আয়াতের মর্ম :—হে মোসলমানগণ! তোমাদের জেহাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার হীন স্বার্থ উদ্ধার করা নয়, বরং একমাত্র আল্লার দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা। আর তোমরা যাহাদিগকে কতল করিবে তাহাদের কতল দুনিয়ার কোন

প্রতিহিংসা গ্রহণের কারণে হইবে না, বরং যেহেতু তাহারা কতলের যোগ্য—মানবদেহের ফোঁড়াকে অপারেশন করিয়া কাটিয়া দেওয়ার মত; সেইজন্য তাহাদিগকে কতল করিবে। অতএব অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার বাহ্যিক আকার হইবে এইরূপ—যেমন, ডাক্তার যদি টাকার বিনিময়ে রুগীর ফোঁড়ার অপারেশন করা ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং যাবৎ পর্য্যন্ত না ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যাবৎ পর্য্যন্ত না ইসলাম-দ্রোহীদের রক্তপাত করিয়া তাহাদিগকে ভয়-বিহ্বল এবং দুর্বল করিয়া না দেওয়া হয় তাবৎ পর্য্যন্ত নবীর পক্ষে এইটা সমীচীন নয়—যে তাহার কয়েদী জীবিত থাকিয়া যায়। কারণ, তাহাতে প্রমাণ হইবে, যেন তোমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার হীন স্বার্থ—টাকা, কিন্তু আল্লার উদ্দেশ্য তাহা নয়, আল্লার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বারা তোমাদের চিরস্থায়ী স্বার্থ উদ্ধার করাণ। তোমরা ইহা চিন্তা করিও না যে, তোমাদের টাকার অভাব আছে; টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিলে অভাব পুরণ হইবে বা তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা কিম্বা তাহাদের সন্তান-সন্ততি হয়ত মোসলনান হইয়া ইসলামের সাহায্য করিতে পারে—এক্ষেত্রে এরূপ চিন্তা তোমরা করিও না। কারণ, আল্লাহ সর্বক্ষম এবং সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু পারেন। কয়েদীগণকে কতল করিয়া ফেলিলে এই মুহূর্তেই ইসলামের জয়ডঙ্কা সারা আরবদেশে বাজিয়া যাইত; কাফেররা চিরতরে দুর্বল ও ভয়-হিহ্বল হইয়া পড়িত।

রসুলুল্লার চাচা বন্দীরূপে:

বন্দীদের মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ)ও ছিলেন। হযরতের অন্তরে স্বীয় চাচার প্রতি মমতা ছিল না এমন নহে; রণক্ষেত্র হইতে বন্দীরূপে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়াকালীন পথিমধ্যে একদা রাত্রিবেলায় তিনি বন্ধনীর ব্যথায় আর্তনাদ করিতেছিলেন। হযরত (দঃ) চাচার আর্তনাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন; আব্বাসের বন্ধন শিথিল করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত হযরতের নিদ্রা আসিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও যখন বন্দীগণের উপর টাকা দেওয়ার হুকুম প্রবর্তিত হইল তখন আব্বাস (রাঃ)ও রেহাই পাইলেন না। তাঁহাকেও অর্থ প্রদাণ করিতে হইল, বরং তিনি ধনাঢ্য হওয়ায় তাঁহার উপর মুক্তি-পণ সাধারণ পরিমাণ চার হাজার দেরহামের অধিক প্রবর্তিত হইল। তদুপরি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় আকীল ও নওফল্ এবং তাঁহার বন্ধু ওতবা ইবনে আম্‌র এই তিনজনের পক্ষে তাঁহাকেই অর্থ প্রদান করিতে হইল।

এমনকি আব্বাস (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইহা রসুলুল্লাহ। আমি ত অন্তরে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করিতাম, মক্কাবাসীরা আমাকে জবরদস্তিমূলক রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছে, (তাই আমার উপর অর্থ-দণ্ড হইবে না।) আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি বাস্তব

সত্যও ছিল। এই জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) যুদ্ধ চলাকালীন সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, আব্বাস কাহারও সম্মুখে পড়িলে তাহাকে কতল করিবে না; তাঁহাকে জবরদস্তিমূলক রণে উপস্থিত করা হইয়াছে।

এতদসত্ত্বেও মুক্তি-পণ আদায়ের বেলায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বলিয়া তাঁহার ঐ উক্তি তখন খণ্ডন করিলেন যে, আপনার আন্তরিক অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপে জ্ঞাত আছেন, যদি আপনার উক্তি সত্য হয় তবে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। আমরা ইহাই দেখিব ও বলিব যে, আপনি আমাদের শত্রু পক্ষে ছিলেন।

এমনকি আব্বাস (রাঃ)কে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার প্রতি ছাহাবীগণের পক্ষ হইতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও হযরত (দঃ) উহা গ্রাহ্য করিলেন না। যেহেতু এইরূপ না করিলে হযরতের উপর স্বজন তোষণের দোষারোপ আসিতে পারিত যে, তিনি জনগণের অর্থের বেলায় নিজের চাচার খাতির করিয়াছেন।

১৪৩১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী কতিপয় ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, আমরা আমাদের ভাগিনা আব্বাসকে অর্থ-দণ্ড হইতে রেহাই দিতে ইচ্ছা করি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাঁহার পক্ষের একটি দেরহামও ছাড়িতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ— আব্বাসের দাদী—আবদুল মোত্তালেবের মাতা মদীনা বংশীয়া ছিলেন। এই সূত্র আব্বাসকে মদীনাবাসীদের ভাগিনা বলা হইয়াছে। যেন হযরতের প্রতি এহসান প্রদর্শন প্রকাশ না পায়।

রসুলুল্লার জামাতা বন্দীরূপে ঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় কন্যার বিবাহ মক্কাবাসী মোশরেকদের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অতঃপর ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন শুধু আকিদা—আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি সম্পর্কীয় কতিপয় মোটামুটি বিষয় ভিন্ন ইসলামের অন্যান্য বিধি-নিষেধ বলবৎ হইয়াছিল না, তখন মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ ছিল না। নবী-কন্যা যয়নব রাজিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ ইসলামের পূর্বে মাতা খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা আবুল আছের সঙ্গে হইয়াছিল, তিনি তাহার বিবাহেই ছিলেন। এমনকি হযরত (দঃ) হিজরত করিয়া মক্কা পরিত্যাগ করার পরও যয়নব (রাঃ) মক্কায়ই ছিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই জামাতা আবুল আছ বদরের রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষে উপস্থিত ছিলেন! তিনিও মোসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন।

যখন অর্থের বিনিময়ে বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া সাব্যস্ত হইল এবং প্রত্যেক বন্দীর আত্মীয়-স্বজনগণ মদীনায় অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিল তখন নবী-কন্যা যয়নব (রাঃ) স্বীয় স্বামীর মুক্তির সম্পূর্ণ অর্থ জোটাইতে না পারিয়া স্বীয় গলার হারটিও পাঠাইয়া দিলেন। এই হারটি ছিল সেই হার যেই হারটি তাঁহার মাতা উম্মুল-মোমেনীন খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে পরাইয়া স্বামীর বাড়ী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই এই হারটি একটি পুরাতন স্মৃতির নিদর্শন ছিল।

ঐ হারটি দেখিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, যয়নবের বন্দীকে মুক্তি প্রদান করতঃ তাঁহার এই হারটি ও অর্থ একটি শর্তের বিনিময়ে ফেরৎ দেওয়া হউক। ছাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাইলেন এবং আবুল-আছকে ঐ হার ও অর্থ সহ মুক্তি দান করা হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার প্রতি এই শর্ত আরোপ করিলেন যে, আমার কন্যাকে মক্কার সীমান্ত পার করিয়া মদীনায় আসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আবুল-আছ শর্ত স্বীকার করতঃ অঙ্গীকার করিলেন এবং মক্কায় যাইয়া স্বীয় অঙ্গীকার পুরণে সচেষ্ট রহিলেন। নির্দ্ধারিত তারিখ মতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইজন ছাহাবীকে মক্কা-মদীনার সীমান্তে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আবুল-আছও নবী-কন্যা যয়নব (রাঃ)কে স্বীয় ভ্রাতা মারফৎ ঐ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। এইরূপে যয়নব (রাঃ) মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুল-আছের অঙ্গীকার পুরণের তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আবুল-আছ তখনও মক্কায় অবস্থানরত অমোসলেম। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর আবুল-আছ ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মদীনায় উপস্থিত হইলেন। তখনও যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিবাহ অন্য কোন স্থানে হইয়াছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুল-আছের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন।

বদর জেহাদের বৈশিষ্ট্য:

বদর-জেহাদের দিনকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে—يوم الفرقان "ইয়াওমুল-ফোরকান"—সত্য-অসত্যের মীমাংসা ও সত্যকে পৃথকরূপে উদ্ভাসিত করার এবং সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়-এর দিন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘ তের বৎসরের অধিককাল অত্যাচারে জর্জরিত এবং স্বদেশ হইতে বিতাড়িত মোসলেম জাতির একটি দল নিরস্ত্র ধরণের মুষ্টিমেয় সংখ্যক হইয়াও অত্যাচারী ও বিতাড়ণকারী পরাক্রমশালী শত্রুর সুসজ্জিত বিরাট সেনাবাহিনীকে শুধু পরাজিত নহে, বরং শীর্ষ স্থানীয় সর্দারগণকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়। এই সব কার্য্য এতই অস্বাভাবিকরূপে সমাধা হয় এবং এই উপলক্ষে মোসলমানদের

প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ধারাবাহিকরূপে সাহায্য-সহায়তার এত এত ঘটনা সংঘটিত হয় যে, ইহাকে শুধুমাত্র সাময়িক জয়-পরাজয় বলা যাইতে পারে না, বরং ইহা ইসলামের সত্যতার ও মোসলমানগণ আল্লার সৈনিক হওয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল।

বাস্তবিকই বদর-যুদ্ধের গুরুত্ব ও গৌরব অপরিসীম। ইসলামের ইতিহাসের এখান হইতেই মোড় ফিরিয়াছে। এতদিন সে ছিল নিরীহ; এখন হইতে সে হইল নির্ভীক। এত দিন তাহাকে গণ্য করা হইত দুর্বল; আজ সে প্রমাণ করিয়া দিল—সে দুর্বার দুর্জয়। দীর্ঘ দিন যাবৎ বিধর্মীরা ইসলামকে শৃঙ্খলিত রাখার কত শত চেষ্টাই না করিয়া আসিয়াছে; আজ ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করতঃ বিজয়ীর বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাই বদর-যুদ্ধের ঘটনা শুধু একটি সাধারণ ইতিহাস নহে, বরং "সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়"-এর প্রকৃষ্ট ঘটনা।

বদর-যুদ্ধের বিজয়ে ইসলাম বাঁচিয়া থাকার অবকাশ পাইয়াছে; ইসলামকে বাধা দানের শক্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সূচনা হইয়াছে, তাই এই দিনটি ইসলামের পক্ষে আত্ম-বিকাশের দিন ছিল। সুতরাং বদরের দিনটি "يوم الفرقان—ইয়াওমুল-ফোরকান" তথা সত্য ও অসত্যকে চিনিবার দিন, সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়ের দিন, সত্যের বিকাশ ও অসত্যের বিলুপ্তির দিন।

বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারিগণের বিশেষ ফজিলত ও মর্তবা :

১৪৩২। হাদীছ :—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু মারছাদ, যোবায়ের ও আমাকে, কোথাও পাঠাইবেন স্থির করিলেন। আমরা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, (মদীনা হইতে বার মাইল দূরে অবস্থিত) "রওজা-খাখ্" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অমোসলেম একটি পথিক নারী দেখিতে পাইবে। তাহার নিকট একটি লিপি আছে। হাতেব-ইবনে-আবী বালতায়া নামক ছাহাবী মক্কাস্থিত মোশরেকদের প্রতি ঐ লিপিখানা (গোপনে) লিখিয়াছে।

আলী (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই স্থানের কথা বলিয়াছেন, তথায় পৌঁছিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, বাস্তবিকই ঐরূপ একটি নারী সেখান দিয়া যাইতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, লিপিখানা আমাদিগকে অর্পণ কর। সে বলিল, আমার নিকট কোন লিপি নাই। আমরা তাহাকে থামাইলাম—অগ্রসর হইতে দিলাম না এবং তাহার তল্লাশী চালাইলাম, কিন্তু লিপির কোন খোঁজ পাইলাম না। তখন আমরা তাহাকে বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি অবাস্তব হইতে পারে না, (নিশ্চয় তোমার নিকট লিপি আছে, নতুবা তিনি ঐরূপ বলিতেন না।) তোমাকে লিপি বাহির করিতেই হইবে, অন্যথায় (তল্লাশী চালাইয়া) তোমাকে উলঙ্গ

করিয়া ফেলিব। সে যখন দেখিল যে, আমরা নাছোড়বান্দা তখন স্বীয় কমরের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়া (পরিধেয় ঘাগরার আড়াল হইতে) লিপি খানা বাহির করিল।

আমরা লিপিসহ তাহাকে লইয়া রসুলল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম। লিপি পড়িয়া দেখা গেল—বাস্তবিকই উহা হাতেব ইবনে আবু বালতায়ার পক্ষ হইতে মক্কাস্থিত মোশরেকদের প্রতি লিখিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা আক্রমনের যেসব গোপন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ঐ লিপিতে সেই বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে। হযরত (দঃ) হাতেব ইবনে আবু বালতায়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কাণ্ড? হাতেব (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার প্রতি দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবেন না, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি অপরাধী, কিন্তু আমি যাহা করিয়াছি উহার মূল কারণ এই যে, মক্কা হইতে আগত মোহাজেরগণের প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজন মক্কায় বিদ্যমান রহিয়াছে যাহারা তাহার স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার এমন কোন আত্মীয় মক্কাতে নাই যে আমার পক্ষে ঐ কার্য্য সমাধা করিবে, কারণ আমি মক্কার আসল বাসিন্দা ছিলাম না, বরং আমি অন্য দেশ হইতে মক্কায় আসিয়া বসতি অবলম্বন করিয়া ছিলাম। তাই আমি ভাবিলাম, মক্কাবাসীদের এই গোপন সঙ্কটের সময়ে তাহাদের কোন একটা উপকার মূলক কাজ করিয়া দিতে পারিলে তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহারা নিশ্চয়ই মক্কাস্থিত আমার ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। (এই অছিলায় আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, অথচ আল্লার রসুলের কোন ক্ষতি হইবে না; আল্লাহ ত স্বীয় রসুলকে জয়ী করিবেন ইহা স্থিরকৃত সত্য, এ বিশ্বাস আমার আছে।) আমি ইসলাম পরিত্যাগ করি নাই বা ইসলামের বিরোধিতার ইচ্ছায় ইহা করি নাই। ইসলামের প্রতি আমার মহব্বৎ ও অনুরাগ বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি ইমানে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসে নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে. তাহাকে তোমরা মন্দ বলিও না। ওমর (রাঃ) (বেশামাল হইয়া) বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! সে আল্লাহ, আল্লার রসুল ও মোসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; আমাকে অনুমতি দিন এই মোনাফেক বেটার গর্দান আমি উড়াইয়া দেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

اَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ اِلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ○

অর্থ—সে ত বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী (যাহারা আল্লাহ তায়ালার এতই প্রিয় যে,) তাহাদের সম্পর্কে আল্লার তরফ হইতে এইরূপ সীমাহীন, শর্তহীন, কৃপা ও করুণা প্রদর্শন বিচিত্র নহে যে, (বদরের জেহাদ উপলক্ষে তোমরা যে চরম উৎসর্গের পরিচয় দিয়াছ উহার

পর) তোমরা যাহাই কর না কেন আমি তোমাদের জন্য ক্ষমার দ্বার খোলা রাখিলাম (তোমাদের জন্য বেহেশত নির্দিষ্ট রহিয়াছে।)

এতদশ্রবণে ওমর (রাঃ) অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের তথ্য-জ্ঞান সর্বাধিক।

● পাঠকবর্গ। ইহা একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক এবং বাস্তব বিষয় যে, বাদশাহ স্বীয় খাদেম ও ভৃত্যের অতিশয় আনুগত্য ও চরম উৎসর্গ দেখিয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশার্থে বলিতে পারেন যে, তোমার জন্য "সাত খুন মাফ" তোমার কোন অপরাধ নাই ইত্যাদি। কিম্বা কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর বন্ধুত্বে একনিষ্ঠতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া বন্ধুকে বলিয়া থাকে, বন্ধুবর! আপনি আমার হাজার ক্ষতি করিলে বা আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আপনাকে কিছুই বলিব না। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য হয় সেই খাদেমের প্রতি বাদশাহের গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাহার চরম উৎসর্গের বদৌলতে যেই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ সে পাইয়াছে তথা বাদশার সন্তুষ্টিভাজন হওয়া উহা তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া যেন সে এই কার্য্যে উন্নতি লাভে আরও উৎসাহিত হয়।

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে নির্ভীক বানাইয়া দেওয়া যেন সে বিনাদ্বিধায় খুন-খারাবি এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ করিয়া যাইতে পারে বা বন্ধুর ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করিতে ও বন্ধুকে খুন করিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি—আলোচ্য উক্তি সমুহের এইরূপ উদ্দেশ্য বা ব্যাখ্যা কখনও হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যে খাদেম ও বন্ধু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র এইরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিবে যে, সে এই সব উক্তিকে এইরূপ অর্থ ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে ঐরূপ পাগল সম্পর্কে এইরূপ উক্তি কখনও করা হইবে না। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ অর্থ বুঝিতে চায় তবে সেও বোকা ও নির্বোধই গণ্য হইবে।

কোন কোন বিদ্যাবাগীশ বাঙ্গালী পণ্ডিত যাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি শুধু শব্দ ও বাক্যের সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্যের ভিতর যে রহস্য লুক্কায়িত থাকে তাহা তাহারা জানে না—এইরূপ ব্যক্তি আলোচ্য হাদীছের এই অংশটিকে শ্রদ্ধার নজরে দেখে না। এমনকি এইরূপ বিষয় অসম্ভব মনে করিয়া এই অংশটিকে হাদীছের শুদ্ধ অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। এইরূপ অবস্থা বস্তুতঃ অতি আশ্চর্য্যজনক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত বিদ্যাবাগীশগণের হাল-অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা কোন বিস্ময়ের বস্তু নহে। তাহাদের অবস্থা অবিকল ঐ বেকুফ কাবুলির ন্যায় যে ঘটনাক্রমে বাংলা দেশে আসিয়া নারিকেল খাইতে বসিয়াছে, কিন্তু নির্বোধ বোকা কাবুলি নারিকেলের ভিতরের শাশকে ফলের বিচি মনে করিয়া উহা ফেলিয়া দিয়া উহার ছোবড়া চিবাইতে থাকে এবং নারিকেল খাইবার বস্তু নয় বলিয়া মন্তব্য করে।

১৪৩৩। **হাদীছ ঃ**—কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বায়তুল-মাল হইতে ভাতা প্রদানে বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারিগণকে (অন্যান্যদের তুলনায় অধিক—) পাঁচ পাঁচ হাজার দেহরাম (রৌপ্য মুদ্রা) দেওয়া হইত। আমীরুল মোমেনীন ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন যে, আমি অন্যান্যদের উপর তাঁহাদিগকে প্রাধান্য দান করিব।

১৪৩৪। **হাদীছ ঃ**— ইবনে মা'কাল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী সাহ্‌ল ইবনে হোনায়ফ (রাঃ) ইন্তেকাল করিলে আলী (রাঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন। সেই নামাযে আলী (রাঃ) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে পাঁচ বা ছয় তকবীর বলিলেন। আলী (রাঃ) উহার কারণ উল্লেখ বলিলেন, এই ছাহাবী বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন।

ব্যাখ্যা ঃ—বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণের মর্তবা ও ফজিলতের আধিক্য বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে, যেমন ১৪১৬ নং হাদীছে উহা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এমনকি ফেরেশতাদের মধ্যেও যাঁহারা বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন তাঁহারা অধিক মর্তবা ও ফজিলতের অধিকারী ছিলেন। বাহ্যিক ব্যবস্থাদিতেও তাঁহাদের ঐ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়া থাকিত। খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ এই বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখিতেন।

বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারিদের নাম ঃ

পূর্বাপর আওলীয়া-আল্লাহ, বুজুর্গানেদীন, ছলফে-ছালেহীন ও নেককার লোকদের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী ছাহাবীগণের নামের বরকতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশেষরূপে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। তাই বড় বড় আলেমগণ ঐ সমস্ত নাম খুঁজিয়া বাহির করায় তৎপর হইয়াছেন। "আল-বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের কিতাবে বিশেষ তৎপরতার সহিত সম্পূর্ণ ৩১৩ জনের নাম সংরক্ষণ করিয়াছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত অজিফা "মোনাজাতে মকবুলের" সঙ্গেও ঐসব নামের তালিক সংযোজিত করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রাঃ) শুধু স্বীয় গ্রন্থের মর্য্যাদানুপাতিক ছনদ দ্বারা প্রমাণিত নাম একত্রিত করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) ছায়্যেদুল-মোরছালীন খাতেমুন্নাবীয়্যীন হযরত আহমদ মোজতাবা মোহাম্মদ মোস্তফা ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাশেমী আল-কোরায়শী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (২) এয়াস ইবনে বোকায়ের (রাঃ), (৩) বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ), (৪) হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব আল-হাশেমী (রাঃ), (৫) হাতেব ইবনে আবি বাল্‌তায়া (রাঃ), (৬) আবু হোযায়ফা (রাঃ), (৭) হারেছা ইবনুর-রবী আনছারী (রাঃ), (৮) খোবায়েব ইবনে আদী আনছারী (রাঃ), (৯) খোনায়েছ ইবনে হোজাফা (রাঃ), (১০) রেফায়াহ ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (১১) আবু লোবাবা আনছারী (রাঃ), (১২) যোবায়ের ইবনে আওওয়াম

আল-কোরায়শী (রাঃ), (১৩) আবু তালহা আনছারী (রাঃ), (১৪) আবু যায়েদ আনছারী (রাঃ), (১৫) সায়াদ ইবনে মালেক (রাঃ), (১৬) সায়াদ ইবনে খাওলাহ (রাঃ), (১৭) সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), (১৮) সাহল ইবনে হোনায়েফ আনছারী (রাঃ), (১৯) যোহায়ের ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (২০) যোযহের ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (২১) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (২২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), (২৩) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), (২৪) ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ), (২৫) ওবাদা ইবনে ছামেৎ আনছারী (রাঃ), (২৬) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), (২৭) ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)। তিনি প্রত্যক্ষরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, বরং মদীনাতেই ছিলেন বটে, কিন্তু ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-ক্রমে ছিল—তিনি স্বীয় স্ত্রী নবী-কন্যার সেবা শুশ্রূষার কার্য্যে আবদ্ধ ছিলেন। অতএব তাঁহাকে বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী গণ্য করা হইয়াছে, এমনকি অন্যান্য প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁহাকেও গণিমতের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। (২৮) আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ), (২৯) আমর ইবনে আউফ (রাঃ), (৩০) ওকবা ইবনে আমর আনছারী (রাঃ), (৩১) আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ), (৩২) আছেম ইবনে সাবেত আনছারী (রাঃ), (৩৩) ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা আনছারী (রাঃ), (৩৪) এতবান ইবনু-মালেক আনছারী (রাঃ), (৩৫) কোদামা ইবনে মজউন (রাঃ), (৩৬) কাতাদা ইবনে-আফরা (রাঃ), (৩৭) মোয়াজ ইবনে আমর (রাঃ), (৩৮) মোয়াওয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ), (৩৯) মোয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ), (৪০) মালেক ইবনে রবিয়া আনছারী (রাঃ), (৪১) মোরারাহ ইবনে রবী আনছারী (রাঃ), (৪২) মাআন ইবনে আদী আনছারী (রাঃ), (৪৩) মেসতাহ ইবনে উছাছা (রাঃ), (৪৪) মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), (৪৫) হেলাল ইবনে উমাইয়া আনছারী (রাঃ)।

হে আল্লাহ! তোমার এইসব নেক বান্দাগণের নামের বরকতে আমাদের এই দোয়া কবুল কর—হে আল্লাহ। আমাদের, আমাদের মাতা-পিতার এবং সকল মোসলমান নর-নারীর গোনাহ মাফ করিয়া দাও। রাব্বানা আতেনা ফিদ-দুনিয়া হাছানাতাওঁ ওয়া ফিল-আখেরাতে হাছানাতাওঁ ওয়াকেনা আজাবান-নারে ওয়া আজাবাল-কবরে।

বদর-যুদ্ধের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া :

বদরের যুদ্ধে আবু জহল সহ মক্কার অধিকাংশ সরদার নিহত হইয়া যাওয়ায় ইসলাম ও মোসলমানদের প্রধানতম শত্রু শিবিরে ফাটল ধরিয়া গেল, মক্কাবাসীরা কোমর-ভাঙ্গা হইয়া পড়িল এবং সমগ্র আরবের কোণায় কোণায় মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমনকি মদীনাবাসী আবদুল্লাহ-ইবনে উবাই-ইবনে-সলুল যাহাকে মদীনার সমগ্র এলাকায় প্রধান নেতারূপে নির্বাচিত করা হইতে ছিল অচিরেই তাহার অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা হইতে ছিল। এমতাবস্থায় মদীনাতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের শুভ আগমনে ঐ নির্বাচন শুধু স্থগিতই থাকে নাই, বরং রহিত হইয়া যায়। যেই কারণে আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই-ইবনে-সলুল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন সে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী কাফের থাকিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয়ে লিপ্ত রহিয়াছিল। বদরের যুদ্ধে মোসলমানদের অস্বাভাবিক বিজয়ের দরুন তাহার ন্যায় শত্রুও শিথিল হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে; সে স্বীয় দলবল সহ বাহ্যিক স্বীকারোক্তির দ্বারা মোসলেম দলভুক্ত হইয়া যায়। সে ইসলামের শত্রুতায় এতই বিভোর ছিল যে, সুবিধাবাদী হিসাবে প্রকাশ্যভাবে মোসলমান দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খাঁটি ঈমান তাহার নছিবে হয় নাই। তাহারই পুত্র "আবদুল্লাহ" তিনি খাঁটি মোসলমান হইয়া বিশিষ্ট ছাহাবীরূপে পরিগণিত হন, কিন্তু পিতা আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই চিরকাল মোনাফেক থাকে এবং মোনাফেক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়।
বদরের যুদ্ধের ফলাফলে মক্কার ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসে, মোসলমানদের শক্তি ও মনোবল প্রখর হয়, মক্কাবাসীদের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত লাগে, কিন্তু তাহারা কোমর-ভাঙ্গা সর্পের ন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণে মাতাল হইয়া উঠে।

আবু জহল নিহত হওয়ায় আবু সুফিয়ান মক্কার প্রধান নেতা নির্বাচিত হইল। সে শপথ করিল—যাবৎ মোসলমানদের হইতে বদর-যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিবে তাবৎ গোসল করিবে না, মাথার চুল কাটিবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং যেই বাণিজ্য দল উপলক্ষে বদরের যুদ্ধ হইয়াছিল সেই বাণিজ্যদলের লভ্যাংশ এই কার্য্যের জন্য রক্ষিত রহিল। এমনকি দুই মাস পরেই আবু সুফিয়ান দুইশত সৈন্য সহ মদীনার শহরতলীতে একটি চোরা আক্রমণ পরিচালিত করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এক বৎসর পর মহাসমারোহে আবু সুফিয়ান মোসলেম জাতীর মূলচ্ছেদার্থে মদীনা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধই ইতিহাসে ওহোদ-যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ওহোদ-যুদ্ধের বর্ণনা পরে আসিতেছে।

বদরের জেহাদের ফলাফল যেরূপ মক্কাবাসীদের শক্তি শিবিরে আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের অগ্নিময় উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং কাঁটা ঘায়ে নিমকের ক্রিয়া করে; তদ্রূপ অন্যান্য আরব অধিবাসীদের বিশেষতঃ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতা ও আক্রমণাত্মক ভাবধারার ঝড় সৃষ্টি করিয়া দেয়। আর মদীনার ধনাঢ্য ও সংখ্যাগুরু জাতি ইহুদী জাতিত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে।

ফলে ভীমরুলের বাসায় ঢিল মারিলে যে অবস্থা হয়—বদর বিজয়ের পর মোসলমানদের প্রতি মদীনার ভিতর বাহির হইতে শত্রুতায় তদ্রূপ অবস্থাই সৃষ্টি হইল। বদর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে যে ভাবে ঘন ঘন অভিযানে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় সেই ইতিহাসই উক্ত অবস্থা সৃষ্টির উজ্জল প্রমাণ।

বদর-যুদ্ধের এক বৎসর পরেই দ্বিতীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহদের যুদ্ধ; মধ্যবর্তী এক বৎসরের মধ্যেও ছয়টি অভিযানের প্রয়োজন হয়। চারটি মদিনার বাহিরে বিভিন্ন পৌত্তলিকদের মোকাবিলায়, দুইটি মদীনার ভিতরে ইহুদীদের মোকাবিলায়। ইহার প্রত্যেকটি অভিযানেই স্বয়ং রসুলুল্লাহকে (দঃ) নেতৃত্ব দিতে হয়। বদর হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাত দিনের মধ্যে হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, মদীনার অনতিদুরে বনু-সোলায়েম গোত্রীয়রা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছে। তাহাদের প্রতিরোধে (দঃ) ছাহাবীগণ সহ মদিনার অদুরে "মাউল-কাদের" নামক স্থানে তিনদিন অবস্থান করেন। আশঙ্কা কাটিয়া গেলে হযরত (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বনী-সোলায়েম" নামে প্রসিদ্ধ।

এই অভিযানের ১৫।২০ দিন পরেই মদীনার অভ্যন্তরে মদীনার নাগরিক ইহুদী গোত্র বনী-কাইনুকা বিদ্রোহ এবং উস্কানীমুলক কার্য্য আরম্ভ করিল।

মদীনার সংখ্যাগুরু অধিবাসী ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্র মদীনায় বসবাস করিত—(১) বনু-কাইনুকা, (২) বনু-নজীর (৩) বনু-হারেছা (৪) বনু-কোরয়জা। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব ইহুদীদের সহিত সহ-অবস্থানের মৈত্রীচুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহুদীরা সেই চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

ইহুদীরা জাতিগত ভাবেই বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী। বদর-জেহাদের বিজয়ে মোসলমানদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহুদীদের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মোসলমানদের সহিত মৈত্রীচুক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়া মোসলমানদের ক্ষতিসাধন ও মুল উচ্ছেদে তাহারা সক্রিয় হইয়া উঠিল।

ইহুদীদের মধ্যে বনু-কাইনুকা গোত্র অর্থে সামর্থে সর্বাধিক বলবান ছিল; তাহারাই সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বদর-যুদ্ধের মাত্র এক মাস পরেই তাহারা সহ অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়া উস্কানীমুলক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন; প্রতিউত্তরে তাহারা হযরতের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইলেন। তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। সুপারিশে হযরত (দঃ) তাহাদের প্রাণভিক্ষা দিলেন, কিন্তু সর্পকে ঘরে স্থান দেওয়া যায় না বিধায় তাহাদিগকে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন।

বনু-কাইনুকার বিদ্রোহ ও তাহাদের পতন:

বনু-কাইনুকা গোত্রের উস্কানীমুলক উপদ্রব এবং বিদ্রোহ ঘোষণার উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা—

একদা একটি মোসলেম নারী তাহাদের এক দোকানদারের নিকট কোন কার্য্যে আসিল। কতেক জন গুণ্ডা প্রকৃতির ইহুদী তথায় একত্র হইল এবং বাহুল্য ছুতানাতার

অছিলায় নারীটির চেহারা উন্মুক্ত করিতে বলিল; কিন্তু সে কোন প্রকারেই সম্মত হইল না। নারীটি বসা অবস্থায় ছিল, দুষ্ট ইহুদী দোকানদার বেটা চুপে চুপে পিছন দিক দিয়া আসিয়া নারীটির পরিধেয় ঘাগড়ার নিম্ন কিনারা তাহার পৃষ্ঠের কাপড়ের সঙ্গে কাঁটা দ্বারা জড়াইয়া দিল। মহিলাটি যখন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সে উলঙ্গ হইয়া গেল। এইরূপে একটি মোসলেম নারীকে জঘন্যভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতঃ তামাশা করিয়া তাহারা খুব হাসি-ঠাট্টা উড়াইতে লাগিল। নারীটি নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একজন মোসলমান ব্যক্তি এইসব ঘটনা দৃষ্টে অধির হইয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করায় ঐ দুষ্ট দোকানদারের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল, শেষ পর্যন্ত ঐ দুষ্ট দোকানদার মোসলমান ব্যক্তির হস্তে নিহত হইলে পর উপস্থিত বনু-কাইনুকা গোত্রীয় ইহুদীগণ সেই মোসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর তথায় উভয় দলের লোকই সমবেত হইল এবং ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ঘটনার আসল সূত্রের অপরাধী ইহুদীগণকে সংযত হওয়ার জন্য তিনি নরমে-গরমে নানাপ্রকার উপদেশ দান করিলেন এবং সদ্য সংঘটিত বদরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, মোসলমানগণকে দুর্বল ভাবিয়া এইরূপ উৎপীড়নের ফলাফল ভয়াবহ হইতে পারে—তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় কর, তিনি বদরের ন্যায় ঘটনা আরও ঘটাইতে পারেন।

বনু-কাইনুকা গোত্রীয় ইহুদীরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া উত্তেজিত হইল এবং ভীতি-প্রদর্শন মুলক উত্তরে বলিল, আপনি বদরের যুদ্ধে জয়ের দ্বারা ভুল বুঝের বশীভুত হইবেন না। বদরের যুদ্ধে বিপক্ষ দল কোরায়েশ আপনাদেরই স্বজাতি লোক ছিল, যাহারা মোটেই যোদ্ধা ছিল না; তাই আপনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিলে বুঝিতে পারিবেন যুদ্ধের কি মজা।

বনু-কাইনুকা গোত্র পূর্বেই সহ-অবস্থান ও মৈত্রী চুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, তদুপরি তাহাদের নানাপ্রকার উৎপীড়নমুলক আচার ব্যবহার এবং আলোচ্য ঘটনার দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, তাহারা ত ঘরের শত্রু পকেটের সর্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অচিরেই তাহাদের শক্তি চুর্ণ-বিচুর্ণ না করিলে মদীনায় অবস্থান মোসলমানদের জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাই তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন।

তাহারা কিল্লায় আশ্রয় নিল। মোসলমানগণ তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিলেন; পনর দিন তাহারা অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটাইল। তাহারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া

গিয়াছিল যে, কিল্লার বাহিরে আসিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের সাহসও তাহাদের ছিল না। অতএব তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

বিশিষ্ট ছাহাবী ওবাদা ইবনে ছামেতের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব ছিল, তিনি তাহাদের প্রাণ রক্ষার সুপারিশ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সুপারিশ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বিতাড়িত হইয়া তাহারা সিরিয়াস্থ "আজরোয়াত" শহরে চলিয়া গেল।

এই অভিযানের মাত্র এক মাস পর তথা বদরের মাত্র দুই মাস পরেই মক্কার নবনির্বাচিত সর্দার আবু সুফিয়ান দুইশত লোক সহ মদীনার উপকণ্ঠে চোরা আক্রমণে একজন মোসলমানকে শহীদ করে এবং বাগানের গাছ-পালা বিনষ্ট করে। হযরত (দঃ) দ্রুত তাহাদের পিছু ধাওয়া করেন; তাহারা পালাইয়া যায়। এই অভিযান "গযওয়া সবীক" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার এক মাস পরেই নজ্‌দ এলাকার বনু-গাতাফান গোত্রের আক্রমণমূলক মনোভাবের সংবাদে হযরত (দঃ) নজ্‌দ পর্যন্ত ছুটিয়া যান এবং তথায় পূর্ণ ছফর মাস অবস্থান করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বনী গাতাফান" নামে প্রসিদ্ধ।

ইহার এক মাস পরেই আবার মক্কার কোরায়েশদের আক্রমণ আশঙ্কার খবর আসে এবং অগ্রগামী হইয়া প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) "বোহ্‌রান" এলাকায় পৌছেন। দীর্ঘ দিন তথায় অবস্থান করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বোহরান" নামে প্রসিদ্ধ। যেই সব অভিযান বহির্শত্রুর মোকাবিলায় ছিল হযরত (দঃ) প্রতিপক্ষের সেই সব অভিযানে শুধু প্রতিরোধ উদ্দেশ্যের উপর ক্ষান্ত থাকেন। প্রভাব বিস্তার দ্বারা অগ্রসর হওয়া প্রতিহত হইলেই হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; ঐ সব অভিযানে রসুলুল্লাহ (দঃ) আগ্রাসনের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।

উল্লিখিত অভিযানগুলির সময়ের মধ্যেই শেষ দিকে কোন এক মাসে—বদর-বিজয়ের মাত্র ছয় মাস পরে মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ এবং মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ইহুদীদের অন্যতম গোত্র বনু-নজীর; তাহাদের সহিতও রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বদর-বিজয়ে মোসলমানদের প্রতি তাহাদের ভিতরে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং সেই আগুনেই সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তির সম্পাদিত সমুদয় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহারা শুধু মোসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত হয় নাই, মোসলমানদিগকে হত্যা করার, এমনকি স্বয়ং নবীজীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা চালাইতে থাকে। হযরত (দঃ) তাহাদের কুকীর্তি দমন করিতে উদ্যত হইলে তাহারা বিদ্রোহ ও চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দিয়া বসে। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান পরিচালিত করেন। তাহারা আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রাণ-ভিক্ষা দানে ক্ষমা করেন, কিন্তু তাহাদের ন্যায় হিংসুক বিশ্বাসঘাতককে

নবজাত মোসলেম রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনার অভ্যন্তরে রাখা সমীচীন নয় বলিয়া তাহাদিগকে মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন।

বনু-নজীর ইহুদীদের বিদ্রোহ এবং তাহাদের পতন ঃ

বনু-নজীর অন্যান্য ইহুদীদের ন্যায় সর্বদাই বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সম্পর্কে তাহাদের দুইটি বিশেষ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ঘটনা বর্ণিত আছে।

(১) এক মোসলমান ব্যক্তি দুই জন অমোসলেমকে পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অমোসলেম হইলেও তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হইতে জান-মাল রক্ষিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত ছিল, ঐ মোসলমান ব্যক্তি এই বিষয় অবগত ছিলেন না। শরীয়তের বিধানানুসারে ঐ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত অর্থাৎ শরীয়ত নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়।

ইহুদী বনু-নজীরগণের সঙ্গে মোসলমানদের সন্ধিচুক্তি অনুসারে সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের অংশীদার বনু-নজীরগণও ছিল। এইজন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করার জন্য আবু বকর, ওমর, আলী ইত্যাদি কতিপয় ছাহাবী সমভিব্যাহারে তাহাদের বস্তিতে গমন করিয়াছিলেন। ইহুদীগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান জানাইল এবং খাতির-তাওয়াজু ও বন্ধুত্বের পরিচয় দিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্যরূপ দুরভিসন্ধি করিল যে, তাঁহাদিগকে সাদরে একটি কুঠির দেয়ালের সংলগ্নে বসিবার স্থান করিয়া দিল এবং এইরূপ পরামর্শ করিল যে, কোন এক ব্যক্তি উপরে উঠিয়া গোপনে দেয়ালের উপর হইতে একটি বড় পাথর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে। তাহারা এইরূপে তাঁহার প্রাণ নাশ করার ষড়যন্ত্র করিল, এমনকি আমর ইবনে জাহ্হাশ নামক এক ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে দেয়ালের উপর চড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ওহী মারফৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত করাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হইতে উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গী ছাহাবীগণও চলিয়া আসিলেন।

(২) একদা বনু-নজীর গোত্রীয় ইহুদীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আপনি আমাদিগকে সর্বদাই ইসলামের আহ্বান জানাইয়া থাকেন। আমরা সমস্ত বিতর্ক অবসানের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছি যে, আপনি স্বীয় সঙ্গিগণ সহ—তিনজন আমাদের বস্তিতে আসুন, আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বিশেষ বিশেষ তিন জন আলেম উপস্থিত করিব। যদি আপনারা আমাদের আলেমগণকে আপনাদের দাবী মানাইতে পারেন তবে আমরা সকলে মোসলমান হইয়া যাইব। প্রকাশ্যে এইরূপে

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আমন্ত্রণ জানাইয়া তাহাদের আলেম নামীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে গুপ্তভাবে ছোরা দিয়া দিল; এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল। তাহাদেরই এক ব্যক্তির মারফৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত হইয়া গেলেন। (ফতহুল-বারী)

এইরূপ ঘটনায় যখন তাহারা হাতে নাতে ধরা পড়িয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হইয়া গেল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দেশ ত্যাগের আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে নির্দেশ পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল যে, দশ দিনের মধ্যে তোমাদের এই দেশ ত্যাগ করিতে হইবে। দশ দিন পর তোমাদের যে কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে হত্যা করা হইবে। বনু-নজীরগণ এই নির্দেশে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি আরম্ভ করিবে এমতাবস্থায় মোনাফেকদের গুরু—আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল খবর পাঠাইয়া তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিল যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করিও না, আমি দুই সহস্র লোক লইয়া প্রস্তুত আছি এবং তোমাদের সাহায্যে তৈয়ার আছি এবং অন্যান্য ইহুদী গোত্রগণও তোমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে। এতদ্ভিন্ন মক্কার কোরায়েশ কাফেররা ত বদর-যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে এই বনু নজীরগণকে আশা-ভরসা দিয়া উস্কাইতে ছিলই। সে মতে বনু-নজীরগণ তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে উত্তর পাঠাইল, আমরা দেশ ত্যাগ করিব না, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

এই উত্তর পাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে শায়েস্তা করার মনস্থ করিলেন এবং বনু-নজীরের বস্তির প্রতি অভিযান চালাইলেন। বনু-নজীরগণের আশ্রয়স্থল সুদৃঢ় কিল্লা ছিল, তাহারা কিল্লায় প্রবেশ করিয়া গেট বন্ধ করিয়া থাকিল।

তাহাদের সাহায্য-সহায়তার আশা-ভরসা সবই অবাস্তব প্রমাণিত হইল, মোনাফেক দল বা ইহুদীদের অন্য কোন গোত্র অথবা মক্কার কোরায়েশরা কেহই তাহাদের প্রতি তাকাইয়াও দেখিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছহাবীগণ সহ দীর্ঘ পনর দিন তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্য তাহাদের বাগ-বাগিচায় অগ্নি সংযোগ করিলেন এবং বাগ-বাগিচার বৃক্ষাদি কাটিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে শত্রু দলের ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ত্রাসের সঞ্চার করা যুদ্ধের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিলেন। এমনকি শেষ পর্য্যন্ত বনু-নজীররা সুদৃঢ় কিল্লার ভিতর আবদ্ধ থাকাকেও নিরাপদ মনে করিল না; আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশ—দেশ ত্যাগ করাকে নতশিরে বরণ করিয়া লইতে সম্মত হইল। এইবার রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি শর্ত আরোপ করিলেন যে, তোমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হইবে, তোমরা নিজ সঙ্গে যাহা কিছু ধন-সম্পদ লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে ততটুকুই তোমাদের হইবে, বাকি অস্থাবর এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত গণ্য হইবে।

(তাহারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে, এইসব শর্তেই তাহারা দেশ ত্যাগে প্রস্তুত হইল। তাহাদের সুরক্ষিত ইমারত ও সুসজ্জিত মহল সমূহের কড়ি-বরগা, দরওয়াজা-জানালা ইত্যাদি পর্য্যন্ত খুলিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ হস্তে ঐ সবকে ভাঙ্গা-চুরা আরম্ভ করিল। এমন কি এই ব্যাপারে বিরোধী পার্টি মোসলমানগণের সাহায্যের প্রত্যাশী হইল। এইরূপে তাহারা মদীনা ত্যাগ করতঃ ২০০ মাইল দুরে অবস্থিত ইহুদী বস্তি খয়বরে চলিয়া গেল। এই ঘটনাকে মোসলমানদের প্রতি একটি বিশেষ কৃপা ও দানরূপে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন—

هُوَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ ...

অর্থ—(মোসলমানদের প্রতি আল্লার কি অসীম কৃপা যে,) তিনি কিতাবধারী কাফেরদের একটি (বৃহৎ শক্তিশালী) দলকে তাহাদের দেশ মদিনা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, প্রথমবার সমষ্টিগতভাবে—(এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে বিতাড়িত করিয়াছেন যে, হে মোসলমানগণ!) তোমরাও ভাবিতে পারিতেছিলে না যে, তাহারা দেশ-ত্যাগ বরণ করিবে এবং স্বয়ং তাহারাও এইরূপ দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছিল যে, তাহাদের সুদৃঢ় কিল্লাসমূহ তাহাদিগকে আল্লাহ (তথা তাঁহার আদিষ্ট মোসলমানদের আক্রমণ) হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যাহা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই—আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন, তাহারা নিজ হস্তে এবং মোসলমানদের সাহায্যে তাহাদের অট্টালিকাসমূহ ভাঙ্গিতে লাগিল। বুদ্ধিমান মাত্রেরই এইরূপ ঘটনার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা চাই। (২৮ পাঃ ৪ রুঃ)

১৪৩৫। **হাদীছঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী বনু-নজীর, বনু কোরায়জা ইত্যাদি ইহুদ গোত্র-সমূহের সহিত মৈত্রি ও সহ-অবস্থানের চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু) বনু-নজীর, বনু কোরায়জা প্রত্যেকেই চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু-নজীরগণকে দেশ ত্যাগের আদেশ দেন; আর বনু-কোরায়জাকে তাহাদের আবাস ভূমিতেই অবস্থিত রাখেন এবং তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। অতঃপর এই বনু-কোরায়জাও এক অস্বাভাবিক ও অতিশয় জঘন্যরূপে বিশ্বাস ভঙ্গে লিপ্ত হয় এবং বিদ্রোহ করে। ফলে (যখন তাহারা পরাজিত হয় তখন তাহাদেরই প্রস্তাবিত সালিসের রায় অনুসারে) তাহাদের বয়স্ক (যোদ্ধা) ব্যক্তিগণকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয় এবং নারী, শিশু ও ধন-সম্পদকে মোসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হয় এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে।

(এইরূপে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ ও বিদ্রোহের অভিযোগে) মদীনাবাসী আরও কতিপয় ইহুদী গোত্রকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়। প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর বংশ—বনু কায়নুকা, এবং বনু-হারেছা ইত্যাদি বিদ্রোহী ইহুদীগণকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ— বনু-নজীরের ঘটনা বর্ণিত হইল বনু-কোরায়জার ঘটনা পঞ্চম হিজরী সনে ঘটিয়াছিল, উহা যথাস্থানে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। বনু-কাইনুকার ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৩৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জায়গা-জমি কিছুই ছিল না। ছাহাবীগণ এক একজন এক-দুইটি খেজুর গাছ তাঁহাকে প্রদান করিতেন, উহা দ্বারা তাঁহার পারিবারিক খরচ নির্বাহ হইত। বনু-নজীর ও বনু-কোরায়জা গোত্রদ্বয়ের পতনের পর তাহাদের জায়গা-জমি বাগ-বাগিচা সব মোসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়। হযরতের জন্যও একটি অংশ থাকে। তখন তিনি অন্যান্যদের খেজুর গাছসমূহ ফেরৎ দিয়া দেন।

কায়া'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

ইহুদীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। তাহারা প্রকাশ্যে ধরা পড়িত না; কিন্তু ইহুদীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপের মূল উৎস তাহারাই ছিল। তাহাদেরই আর্থিক সমর্থনে এবং তাহাদেরই প্ররোচনায় সব ষড়যন্ত্রের পত্তন হইত এবং সব ঘটনা অনুষ্ঠিত হইত। অধিকন্তু তাহারা সমগ্র আরবদেশে মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইয়া বেড়াইত। তন্মধ্যে মদীনা এলাকায় বসবাসকারী কয়াব ইবনে আশরাফ এবং খায়বর এলাকার বাসিন্দা আবু রাফে অন্যতম ছিল। বদর-জেহাদের ফলাফলে ইহাদের শত্রুতা ও বিষ ছড়ান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এইসবের মূল উৎপাটনেও আগ্রহান্বিত হইলেন। ছাহাবীগণ তাঁহার মনোভব উপলব্ধি করিয়া ঐ ব্যক্তিদের এক এককে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন।

বদর-জেহাদের পর ছয় মাসের মধ্যে ইহুদীদের অন্যতম দুইটি গোত্র—বনু-কাইনুকা ও বনু-নজীর মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। তৃতীয় অন্যতম গোত্র বনু-কোরায়জা তাহারা পুনঃ মোসলমানদের সহিত সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি করিয়া নিজেদের বস্তী মদীনা এলাকায়ই থাকিয়া গিয়াছিল। এই বনু-কোরায়জা গোত্রেরই এক ধনাঢ্য ও সুপণ্ডিত কবি ব্যক্তি ছিল কায়া'ব ইবনে আশরাফ। মোসলমানদের সহিত একাধিকবার তাহার গোত্রের সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন সত্ত্বেও সে মৈত্রীচুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্যাবলী সর্বদা করিতেছিল। তাহার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক চুক্তিভঙ্গকারী অপরাধীকে নিপাত করা ন্যায়সঙ্গত, বরং অপরিহার্য্য কর্তব্যই বটে। তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা মোসলমানদের পক্ষে মোটেই অসাধ্য ছিল না। মোসলেম শক্তি তখন মদীনায় স্বীয় প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত

করিয়া নিয়াছিল; অধিক সংখ্যক ইহুদী—বনু-কাইনুকা ও বনু-নজীরকে মদীনা হইতে মোসলমানগণ বহিস্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু কায়া'ব ইবনে আশরাফের ন্যায় এবং তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু রাফের ন্যায় অভিজাত ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতে গেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সংঘর্ষ বাধিত এবং তথায় অতিরিক্ত রক্তপাত হইত। দুইটি মাত্র মানুষকে নিপাত করার ন্যায় মামুলী উদ্দেশ্য সাধনে রক্তস্রোত প্রবাহের পথ অবলম্বন করা মোটেই বিজ্ঞোচিত হইবে না, তাই উভয় ক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করা হয় যাহাতে বিনা রক্তপাতে দস্যুর ধ্বংস সাধিত হয়।

বদর-জেহাদের এক বৎসরকাল পর কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কায়াব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার অসংখ্য কারণ সমুহের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি কারণ এই ছিল:—(১) কায়াব ইবনে আশরাফ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল, সে স্বজাতীয় সকল পণ্ডিতগণকে বেতনভোগী করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারা সর্বসাধারণ ইহুদীদের মধ্যে মোসলমানদের কুৎসা ও ইসলামদ্রোহীতার বিষ ছড়াইয়া বেড়াইত। (২) বর্তমান যোগেও দেখা যায় যে, তেজস্বী বক্তৃতায় দেশময় আন্দোলন গড়িয়া উঠে; এইজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ নেতাকে অতিশয় আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের প্রথম নম্বরে গণ্য করা হইয়া থাকে। আরববাসীগণ কাব্যের অনুগত ও অভ্যস্ত ছিল, কবিতা তাহাদের মধ্যে তেজস্বী বক্তৃতা হইতেও বহুগুণ অধিক এই ক্রিয়া করিয়া থাকিত। কায়াব ইবনে আশরাফ আরবের বিখ্যাত কবি ছিল এবং তিলকে তাল বানাইতে বেশ পটু ছিল। সে তাহার খ্যাতি-সম্পন্ন কাব্য রচনা ও কাব্য আবৃত্তির শক্তি মোসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে ক্ষেপাইয়া তোলার মধ্যে ব্যয় করিয়া থাকিত। (৩) বদরের যুদ্ধে মক্কার সর্দারগণ নিহত হইযাছে, মক্কার ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। কায়াব ইবনে আশরাফ এই সুযোগকে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত মক্কায় পৌঁছিল এবং নিহতদের নামে শোকগাথা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল যাহার মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানীমূলক বাক্যসমুহ এবং মোসলমানদের প্রতি আরবগণকে লেলাইয়া দেওয়ার বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি ও অনুষ্টানাদি করিয়া সে ঐসব শোকগাথা হৃদয়গ্রাহী সুরে গাহিয়া গাহিয়া লোকদিগকে মাতাইয়া তুলিত। (৪) বিখ্যাত কবি হিসাবে সাধারণ্যে তাহার কাব্যের বিশেষ মর্য্যাদা ও প্রতিক্রিয়া ছিল, সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে লোকদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে, তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে সর্বদা তাঁহার নিন্দায় কবিতা গাহিয়া এবং কাব্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইত। এমনকি মোসলমানদের শ্রদ্ধেয় মাতৃজাতির উপর মিথ্যা অপবাদ পর্য্যন্ত প্রচার করিত। এইরূপ শত্রু ও অপরাধীর প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন না করার কি যুক্তি থাকিতে থারে?

১৪৩৭। **হাদীছ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কায়াব ইবনে আশরাফ হইতে ইছলাম ও মুসলিম জাতিকে মুক্তি দিতে

কেহ প্রস্তুত হইতে পারে কি? সে ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রুতায় এবং আল্লার রসুলকে যাতনা প্রদানে চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে। মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) নামক মদীনাবাসী ছাহাবী প্রস্তুত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি সত্যই চান যে, এই দুরাচার পাপিষ্ঠকে আমি শেষ করিয়া ফেলি? হযরত (দঃ) বলিলেন—হাঁ। তখন ঐ ছাহাবী আরজ করিলেন, আপনার সম্বন্ধে কিছু কৃত্রিম অভিযোগ প্রকাশের অনুমতি আমাকে দান করুন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর ঐ ছাহাবী কায়াব ইবনে আরশাফের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে বন্ধু! ঐ লোকটা (রসুলুল্লাহ (দঃ)) সর্বদা আমাদেরে দান-খয়রাতের জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকে, আমাদিগকে মস্ত বড় চাপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, বাধ্য হইয়া আমি আপনার নিকট ধার নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।

কায়াব ইবনে আশরাফ বলিল, তোমাদিগকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এমনকি তোমরা বিতৃষ্ণ হইতে বাধ্য হইবে। ঐ ছাহাবী উত্তর করিলেন, একবার যেহেতু তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছি, এখন শেষ ফল না দেখিয়া উহাকে হঠাৎ ত্যাগ করাও ভাল মনে করি না। সাময়িকভাবে আপনি আমাকে কিছু ধার প্রদান করুন। (এই কথাগুলিই কৃত্রিম, যে কৃত্রিম কথার অনুমতি হযরত হইতে এই ছাহাবী নিয়াছিলেন।)

কায়াব ইবনে আশরাফ ঐ ছাহাবীর কথাবার্তায় তাঁহার মত্ পরিবর্তনের আশাবাদী হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ধার দিতে স্বীকৃত হইল। অবশ্য সে বলিল, ধার আমি দিব, কিন্তু কোন বস্তু বন্ধক রাখিতে হইবে। ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বস্তু রাখিব? সে বলিল, স্ত্রীকে রাখুন। ছাহাবী বলিলেন, আপনার ন্যায় সুন্দর পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক রাখা যায় কি? সে বলিল, তবে পুত্রগণকে রাখুন। ছাহাবী বলিলেন, তাহা করিলে আজীবন আমার বংশধরকে নিন্দা করা হইবে। তাই এই সবের পরিবর্তে আমি আপনার নিকট আমার অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখিব। শেষ পর্যন্ত ইহাই সাব্যস্ত হইল। (অন্ধকার যুগে স্ত্রী-পুত্র রেহের রাখান প্রথা ছিল; সেমতেই সে ঐরূপ বলিয়াছিল।)

অতঃপর ঐ ছাহাবী—মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) দ্বিতীয় একজন ছাহাবী আবু নায়েলা (রাঃ) যিনি কায়াব ইবনে আশরাফের দুধ ভাইও ছিলেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ রাত্রিবেলা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিলেন। কায়াব ইবনে আশরাফ একটি সুদৃঢ় কিল্লার ভিতর থাকিত। ঐ ছাহাবীদ্বয়কে কিল্লার ভিতর ডাকিয়া আনিল এবং সে উপর তলা হইতে নামিয়া আসার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিল, এই রাত্রিবেলা আপনি কোথায় যাইতেছেন? আগন্তুকের ডাকের মধ্যে আমি যেন রক্তের ফোটা অনুভব করিতেছি। সে বলিল, না, না—কোন ভয়ের কারণ নাই; আগন্তুক আমারই বন্ধু মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা এবং আমার দুধ-ভাই আবু নায়েলা। কাহারও ডাকে সাড়া না দেওয়া ভদ্রলোকের কার্য্য নহে, যদিও বিপদের আশঙ্কা থাকে।